বিলিভার্স ইষ্টার্ণ চার্চ
লেক্সনারী

রবিবারের ও অন্যান্য
বিশেষ দিনগুলির জন্য বাইবেল পাঠ ২০২৪-২০২৫

Imprimature

Metropolitan, Believers Eastern Church

Copyright © 2024

Prepared by

Synodal Department of Liturgics and Faith

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher.

Believers Eastern Church
World Headquarters
St.Thomas Community, Kuttapuzha P.O
Thiruvalla - 689 103, Kerala

Price: `50.00

Printed in India

সূচীপত্র

১। মুখবন্ধ	৫
২। রবিবারের বাইবেল পাঠ	৬
৩। মন্ডলীর পঞ্জিকা	৬৬
৪। বিশেষ দিন	৭৩

মুখবন্ধ

এক সত্য ঈশ্বর, পিতা,পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে। ✠

বিলিভার্স ইষ্টার্ণ চার্চের মূলনীতি হল ঈশ্বরের বাক্য পাঠ, অধ্যায়ন ও শিক্ষাদান করা যাহা আমরা অধিক ভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এটি মন্ডলীর আত্মিক পিতা বা প্রেরিতদের দেওয়া নিদর্শনকে অনুসরণ করার কারণে কেবল অনুসরন করি না, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য হল শক্তিশালী এবং আমাদের জীবনকে পরিবর্তন ও রূপান্তর করার মাধ্যমও।

ঈশ্বরের বাক্য জীবনের আভ্যন্তরীন বিষয়গুলিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। ''কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য সাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ন, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থী ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্যন্ত মর্মভেদী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ বিচারক" (ইব্রীয় ৪:১২)।

পবিত্র বাইবেল আমাদেরকে জীবনযাপনের রীতিনীতি শিক্ষা দেয়, ও আমাদের প্রত্যাশা ও বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে। ''বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়" (রোমীয় ১০:১৭)। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন প্রতি নিয়ত ঈশ্বরের বাক্যপাঠ ও ধ্যান করি এবং প্রতিনিয়ত আমাদের মন্ডলীতে শিক্ষা দিই।

অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য লেক্সনারী হল রবিবার ও বছরের বিশেষ দিনগুলিতে শাস্ত্র পাঠের পদ্ধতিগত সংকলন। এটি পদ্ধতিগতভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও ধ্যান করার নির্দেশিকা।

আমার প্রার্থনা হল যে, এই লেক্সনারী যেন আমাদের সকল মন্ডলীকে স্বাস্থ্যকর, দৃঢ় এবং আমাদের ঐশ্বরীর জ্ঞানে ও জীবনযাপনে সম্পদশীল করে তুলে।

ত্রিত্ব ঈশ্বর, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ আপনাদের সকলের সহবর্তী হউক। আমেন। ✠

✠ মোরাণ মোর শমূয়েল থিওফিলাস
মেট্রোপলিটান

বিশ্ব মন্ডলীর সদর দপ্তর
২৯ অক্টোবর ২০২৪

৩রা নভেম্বর ২০২৪

১ম রবিবার
মন্ডলীর পবিত্রকরণ (কুধোষ ইথো)

শাস্ত্র পাঠ

যিশাইয় ৬:১-৮	গীতসংহিতা ৪৩	১ম করিন্থীয় ৩:১৬-১৭; ৬:১৫-২০	সাধু মথি ১৬:১৩-২৩

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশু হলেন খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র

এই পাঠ্যাংশটি কি?

তিনি কে, সে সম্বন্ধে অন্যরা কি বলে তা জিজ্ঞাসা করার পর, যীশু তাঁহার শিষ্যদের একই প্রশ্ন করেন। ঐশ্বরীক দর্শন দ্বারা সাধু পিতর সঠিকভাবে উত্তর দেন, এবং মন্ডলী স্বয়ং বিশ্বাসের এই সত্য স্বীকারোক্তির উপর নির্মিত। যদিও পরে, যীশু যখন তাঁর আসন্ন দুঃখ কষ্টের কথা বলেন, তখন সাধু পিতর যীশুর কথা বুঝতে অক্ষম ছিলেন বরং শয়তানিক চিন্তা ব্যক্ত করতে শুরু করেছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যদিও যীশু কে, সে সম্বন্ধে লোকেদের বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে, তথাপি, আমরা বিশ্বাসের দ্বারা স্বীকার করি যে, যীশু হলেন খ্রীষ্ট, জীবিত ঈশ্বরের পুত্র।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। এই স্বীকারোক্তি হল মন্ডলীর ভিত্তি।

২। মন্ডলীর অংশ হিসাবে আমরা আমাদের পারিবারিক প্রার্থনার সময় এবং মন্ডলীতে সম্মিলিত ও পৃথকভাবে নাইসিন ক্রীড আবৃত্তি করে প্রতিদিন আমাদের বিশ্বাসকে স্বীকার করা।

৩। কেহই নই, এমনকি মৃত্যুও মন্ডলীকে, যীশু এবং তাঁহার দ্বারা জগৎকে যে তিনি পরিত্রাণ প্রদান করেন তাঁর সম্পর্কে প্রচার করা স্তব্ধ করতে পারে না।

১০ই নভেম্বর ২০২৪

২য় রবিবার

মন্ডলীর উৎসর্গীকরণ (হুদোশ ইথো)

শাস্ত্র পাঠ			
১ম রাজাবলি ৮:২২-৪০	গীতসংহিতা ৭৮: ১-৭	ইব্রীয় ৯: ১-১৪	সাধু যোহন ১০:২২-৩৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বরের রবকে শ্রবণ কর এবং তাঁহাকে অনুসরণ কর

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু বলেছেন যে তিনিই হলেন সেই মেষপালক, যাহারা তাঁকে শ্রবণ করে এবং অনুসরণ করে; তিনি তাহাদেরকে অনন্ত জীবন প্রদান করেন, যদিও অনেকে আছে যারা তাঁহাকে বিশ্বাস করবে না অথবা তাঁহার কথাকে মান্য করবে না, যদিও তারা যীশুর অনেক আশ্চর্য কর্ম দেখেছে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু হলেন উত্তম মেষপালক, এবং আমরা যদি তাঁর বাক্যকে অনুসরণ করি তবে আমরা নিরাপদে থাকব। আমরা আরও শিক্ষালাভ করি যে, ফরীশীরা যীশুকে পাথর মারতে প্রস্তুত ছিলেন, যেহেতু তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করি এবং পাঠ করি, তখন আমরা ঈশ্বরের রব শ্রবণ করি।

২। শ্রবণ করা অর্থাৎ মান্য করা এবং আনুগত্যতার অর্থ হল ঈশ্বর যা পবিত্র শাস্ত্রে বলেছেন তাঁর উপর নির্ভর করা।

৩। যখন আমরা মেষপালকের ররকে অনুসরণ করি তখন আমরা আত্মবিশ্বাসী হতে পারি যে আমরা ভুল পথে যাব না।

১৭ই নভেম্বর ২০২৪ পিতা মাতার রবিবার - বিশেষ দান

৩য় রবিবার

ঘোষণার কাল:বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে

শাস্ত্র পাঠ

আদিপুস্তক ১৭:১৫-২২	গীতসংহিতা ১২৩	২য় পিতর ১:১-১৫	সাধু লুক ১:৫-২৫

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

ঈশ্বর অলৌকিকভাবে একটি সন্তানের জন্য একজন বৃদ্ধ ধার্মিক দম্পতির প্রার্থনার উত্তর দিলেন। স্বর্গদূত বলে দেয় শিশুটির নাম কি রাখা হবে। কীভাবে তাঁকে লালনপালন করতে হবে এবং সকলের পরিত্রাণ আনোয়নের জন্য তাঁর কী ভূমিকা হবে। কিন্তু পিতা সখরিয়ের জীবনে বিশ্বাসের অভাব ছিল তার ফলস্বরুপ তিনি তাঁর সন্তানের জন্ম পর্যন্ত কথা বলতে অক্ষম ছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

ঈশ্বর তাঁর নিজ অলৌকিক উপায়ে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কর্ম করতে হবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। পরিস্থিতি কার্যত অসম্ভব মনে হলে ঈশ্বর একটি অলৌকিক কার্য করতে পারেন।

২। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে কারণ বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে খুশি করা অসম্ভব। (ইব্রীয় ১১:৬)।

৩। বিশ্বাসকে আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য করতে পরিচালিত করা উচিৎ।

২১ নভেম্বর ২০২৪

থিওটোকোসের প্রবেশের উৎসব

শাস্ত্র পাঠ			
যাত্রাপুস্তক ৪০:১-৫, ৯-১০	১ম রাজাবলি ৮:১; ৩-৪,৬-৭,৯-১১	ইব্রীয় ৯:১-৭	সাধু লুক ১০:৩৮-৪২, ১১:২৭-২৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমরা জীবিত ঈশ্বরের মন্দির

এই উৎসবের বিষয়টি কি?

এই উৎসবটি পবিত্র মন্ডলীর জীবন্ত ঐতিহ্য ও পরম্পরা দ্বারা গৃহীত, যীরূশালেমের মন্দিরে তাঁর পিতামাতার দ্বারা সাধ্বী মরিয়মের উপস্থাপনাকে স্মরণ করায়, যখন তিনি শিশু ছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা জানতে পারি যে, তাদের মানত পূরণ করার জন্য মাতা মরিয়মের পিতামাতা তাকে যীরূশালেম মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেখানে যাজক সখরিয় (সাধু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের পিতা) তাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সাধু যোষেফের সহিত তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানে ঈশ্বরের সেবা করতেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যেরূপ মরিয়মের পিতামাতা তাঁহাকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন, সেইরূপ পিতামাতা হিসাবে আমাদেরও তাহা করতে আকাঙ্খা থাকতে হবে।

২। মাতা মরিয়মের জীবন সম্পর্কে চিন্তা করার জন্য এটি একটি উত্তম সময় - বিশেষ করে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার জন্য তাঁর সম্পূর্ণ প্রস্তুতির বিষয়ে।

৩। যেহেতু এই উৎসবটি বড়দিনের মাত্র একমাস পূর্বে উৎযাপিত হয়, তাই এটি আমাদেরকে খ্রীষ্টের জন্ম উৎসবের (বড়দিন) জন্য অপেক্ষা করতে সাহায্য করে।

২৪ নভেম্বর ২০২৪

৪র্থ রবিবার

ঘোষণার কাল : মরিয়মের নিকটে যীশুর জন্ম সম্পর্কে ঘোষণা

শাস্ত্র পাঠ

আদিপুস্তক ২৮:১০- ২২	গীতসংহিতা ৪০:৫- ১০	ইব্রীয় ২:১৪-১৮	সাধু লুক ১:২৬-৩৮,

সুসমাচারের মূল বিষয় : আনুগত্যতার সহিত সাড়া দেওয়া

এই পর্বটির বিষয় কি?

মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় সংবাদ ঘোষণা করার জন্য মরিয়ম নামে গ্যালিলের এক যুবতী কুমারীর কাছে স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়লকে পাঠানো হয়েছিল। মরিয়মের প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরের কাছে তার আনুগ্যতাকে প্রকাশ করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

মরিয়ম আমাদের বিশ্বাস, আনুগত্যতা এবং পবিত্র জীবনের সবচেয়ে বৃহৎ উদাহরণ, কারণ এমনকি যখন তিনি পরিস্থিতির অসাধ্যতা বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তিনি স্বর্গদূত তাকে যাহা বলেছিলেন তাহা বিশ্বাস করতে মনস্থ করেছিলেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে সমর্পন করেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমরা মাতা মরিয়মকে সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি, এবং ধন্য বলিয়া আহ্বান করি।

২। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করুন এবং আমরাও বলি - তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমার প্রতি এটি করা হোক্।

৩। মাতা মরিয়মের জীবন যেমন খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করে, তদ্রুপ আমাদের জীবনও খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করুক।

১লা ডিসেম্বর ২০২৪

৫ম রবিবার

ঘোষণার কাল : এলিজাবেথকে সাধু মরিয়মের পরিদর্শন।

শাস্ত্র পাঠ			
হিতোপদেশ ৩১:১০-৩১	গীতসংহিতা ৮০:১-৭, ১৭-১৯	১ম পিতর ৩:১-৭	সাধু লুক ১:৩৯-৫৬

সুসমাচারের মূল বিষয় : আশীর্বাদের জন্য আশীর্বাদিত

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই অনুচ্ছেদটি মাতা মরিয়মের সহিত এলিজাবেথের সাক্ষাৎ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মাতা মরিয়ম একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক গান গেয়েছিলেন, ঈশ্বরকে তার গর্ভধারণের অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেকে অবনত করেন এবং যিনি এই ধরনের মহৎ কাজ করেছেন সেই ঈশ্বরকে উন্নত করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

কারণ মাতা মরিয়ম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাহা গ্রহণ করেছিলেন, মাতা মরিয়ম এখন সমস্ত প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদিত হয়ে উঠেছেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। ঈশ্বর যখন তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন তখন তিনি আশীর্বাদ করতে ভুলেন না।

২। আমরা এই অনুচ্ছেদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করি যখন আমরা মাতা মরিয়মকে ধন্য বলে আহ্বান করি।

৩। এটি অন্যদের বলার এবং ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারের জন্য সমস্ত গৌরব দেওয়ার জন্য একটি দুর্দান্ত সময়- যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ!

৮ ডিসেম্বর ২০২৪ **শিশু রবিবার— বিশেষ দান**

৬ষ্ঠ রবিবার

ঘোষণার কাল : বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের জন্ম (অগ্রদূত)

শাস্ত্র পাঠ			
১শমূয়েল ১:২০-২৮	গীতসংহিতা ১২৭:১-৫	ইফিষীয় ৬:১-৪	সাধু লুক ১:৫৭-৮০

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমাদের জীবন মানুষকে খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করুক

এই পাঠ্যাংশটি কি?

সখরিয় এবং এলিজাবেথের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়, সখরিয়র মুখ উন্মুক্ত হয় এবং তারা তাদের সন্তানের নাম যোহন রাখেন - যার অর্থ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহ। এবং তাঁর বিশেষ আহ্বানের কারণে, অগ্রদূত যোহন লোকালয় হইতে অদূরে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন। একটি মহৎ পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষালাভ করি যে ঈশ্বর তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং ঈশ্বর তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির জন্য মনোনীতদের আহ্বান করেন এবং প্রস্তুত করেন। ও সেই উদ্দেশ্যগুলি ছিল যোহনের জন্য 'অগ্রদূত' যিনি যীশুর পূর্বে অগ্রসর হয়ে পথ প্রস্তুত করেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যেহেতু শিশুরা ঈশ্বর হইতে একটি উপহার, তাই পিতামাতাকে অবশ্যই ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের লালন পালন করতে হবে।

২। পিতামাতা রুপে, আমাদের অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে যে, আমাদের সন্তানরা যেন তাদের জীবন ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করবে যাহাতে অনেককে পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যায়।

৩। আমাদের ভূমিকাও অবশ্যই সাধু যোহনের মত হবে — আমাদের বাক্য ও কার্য দ্বারা খ্রীষ্টতে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করবে।

১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

৭ম রবিবার

সাধু যোষেফের নিকটে ঘোষণা

শাস্ত্র পাঠ

যিশাইয় ৪৫:১৮-২৫	গীতসংহিতা ১২৬	১ম পিতর ২:১১-১৭	সাধু মথি ১:১৮-২৫

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমরা যখন বাধ্য হই তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ হয়

এই পাঠ্যাংশটি কি?

বিবাহের পূর্বে মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন বলে যোষেফ অবগত হওয়ার পরে, প্রভুর একজন দূত মরিয়মকে তাঁর স্ত্রী রুপে গ্রহণ করতে এবং তাকে ত্যাগ না করতে বলেন। তারপর তিনি একেবারে অসম্ভবকে প্রকাশ করেন - যে মরিয়মের সন্তান কোন সাধারণ শিশু ছিল না কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা তিনি গর্ভবতী হয়েছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশুর জন্মের প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে, ভাববাদী যিশাইয় পরিত্রাতার কুমারীর গর্ভে জন্ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এখন সঠিক সময়ে, প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। সাধু যোষেফ যেমন ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন, এমনকি আমরা তাঁহার পথ উপলব্ধি করতে না পারলেও আমাদেরও ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

২। উৎসাহিত হও; ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন, এমনকি যদি আমরা মনে করি এটি বিলম্ব হয়ে গেছে।

৩। ধৈর্য ধরতে শিখুন; বিশ্বাস রাখুন।

২২ ডিসেম্বর		বড়দিনের পূর্বের রবিবার	
৮ম রবিবার			
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ১১:১-৯	গীতসংহিতা ৮৯:১-৪,১৯-২৬	প্রেরিতের কার্য বিবরণী ৩:১৬-২৬	সাধু যোহন ১:১-১৪

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বরের মানবতা গ্রহণ

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এটি সমগ্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রাংশ। এটি আমাদেরকে বর্ণনা দেয় যে, বাক্য- অর্থাৎ যীশু, ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র, আমাদের মতো সম্পূর্ণ মানব প্রকৃতি (দেহ) গ্রহণ করেছিলেন এবং মানুষের মধ্যে বসবাস করেছিলেন (ইম্মানুয়েল - আমাদের সহিত ঈশ্বর)।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষা লাভ করলাম যে, যীশু সম্পূর্ণরূপে (একশত শতাংশ) ঈশ্বর এবং একই সময় (একশত শতাংশ) মানুষ ছিলেন। আমরা শিক্ষালাভ করলাম যে, আমাদের জীবনে জগতের আলোয় যীশুকে গ্রহণ করার, ঈশ্বরের জীবনে অংশগ্রহন করার এবং একইভাবে 'ঈশ্বরের সন্তান' হওয়ার জন্য আমাদের একটি অবিশ্বাস্য সুযোগ রয়েছে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। মনুষ্যরূপী যীশুর দর্শন করতে সুসমাচার পাঠ করুন - তিনি কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন এবং কার্য করেছিলেন।

২। আজ আমরা ও অন্যদের কাছে যীশুর প্রতিনিধিত্ব করি। আসুন আমরা প্রভু যীশুর মতো জীবনযাপন করি।

৩। অনেকে আছেন যারা এখনও আধ্যাত্মিক অন্ধকারে রয়েছেন। অবিরত প্রার্থনা করুন যাতে তাদের হৃদয় ঈশ্বরের আলোয়ে দীপ্তিমান হয়ে উঠে।

২৫ ডিসেম্বর ২০২৪

যীশু খ্রীষ্টের জন্মোৎসব - ক্রিসমাস (ইয়েলডো)

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৯:১-৭	গীতসংহিতা ৯৬	ইব্রীয় ১:১-১২	সাধু মথি ২:১-১২

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বর তাঁহার পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন

এই উৎসবের বিষয় কি?

কিভাবে ঈশ্বর মানব — যীশু খ্রীষ্টরূপে জন্মগ্রহণ করে মানবজাতির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, আমরা সেই বিষয়টিকে উদযাপন করি।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিশু যীশুর আকারে মানবজাতির কাছে ঈশ্বরের পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ করি। জন্মের বিবরণ ঐশ্বরীক হস্তক্ষেপের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল। বেথলেহেমের একটি যাবপাত্রে শিশুটির জন্মগ্রহন করার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতেছে, একটি তারা যেটি প্রাচ্য দেশ থেকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের বিশেষ উপহারের সহিত নিয়ে এসেছিল, এবং তাদের অন্য পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, দূতেরা জন্ম ঘোষণা করেছিল মাঠের রাখালদের কাছে এবং শিশু যীশুকে একজন দুষ্ট রাজার ক্রোধ থেকে স্বর্গীয়ভাবে রক্ষা করা হইতে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। বড়দিনের সময়, একে অপরকে এই বলে অভিনন্দন জানান— 'খ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছেন;' এবং উত্তরে দিন 'তাঁহাকে মহিমান্বিত' কর।

২। ঈশ্বর আমাদের ও সমগ্র মানবজাতির জন্য যাহা করেছেন তাতে আনন্দের সহিত ক্রিসমাস উৎযাপন করুন।

৩। সৃজনশীলভাবে, বাক্য ও কার্য দ্বারা - অন্যদের বড়দিনের গল্প প্রচার করার জন্য এই সুযোগটি ব্যবহার করুন।

২৯ ডিসেম্বর ২০২৪			বড়দিনের পর প্রথম রবিবার
	৯ম রবিবার		
শাস্ত্র পাঠ			
আদিপুস্তক ৩৭:১২-২৮	গীতসংহিতা ১৪৮	১ম করিন্থীয় ১০:১-১৩	সাধু মথি ২:৯-১৫, ১৯-২৩

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বরের পরিচালনাকে অনুসরণ কর

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই অনুচ্ছেদটি হল কিভাবে ঈশ্বর যীশুকে তাঁর শৈশবে ধ্বংস করার জন্য শয়তানের পরিকল্পনাকে ব্যার্থ করে দেন এবং সমস্ত কিছুর মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কে প্রাচীন ভাববাণীগুলি পূর্ণ করেছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

শত্রু যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য বিনষ্ট হতে পারে না। ঈশ্বর কেবল তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন না, কিন্তু যাদের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তাদেরকেও রক্ষা করবেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসরণ করুন, যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিরা এবং সাধু যোষেফ, যীশুর পার্থিব পিতা অনুসরণ করেছিলেন।

২। পিতামাতা বিশেষ করে পিতা, কারণ তাদের সন্তানদের রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে। বিশেষতঃ বয়ঃসন্ধি অবস্থায় তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে।

৩। নিজের জন্য, আপনার পরিবার এবং আপনার সন্তানদের জন্য : ঈশ্বরের সুরক্ষায় আস্থা রাখুন।

৫ জানুয়ারী ২০২৫	বড়দিনের পর দ্বিতীয় রবিবার
১০ম রবিবার	

শাস্ত্র পাঠ

যিশাইয় ২৬:১-১২	গীতসংহিতা ৮৫	ইব্রীয় ১১:২৩-৩১	সাধু লুক ২:৪০-৫২

সুসমাচারের মূল বিষয়: ঈশ্বর এবং মনুষ্যের আনুকুল্যে বৃদ্ধিলাভ করা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

তাহাদের রীতি অনুযায়ী নিস্তারপর্বেরে উৎসব উদযাপন করার পর, যীশুর পরিবার একদিন পরেই উপলব্ধি করে যে বালক যীশু তাদের সাথে নেই। পিতামাতারা তাঁহাকে ঈশ্বরের মন্দিরে অনুসন্ধান করে পান, যাহারা তাঁহার কথা শুনেছিল, তাহাদের সকলকে বিস্মিত করেছিল। শিশু যীশু তারপর তাঁহার পিতামাতার সঙ্গে ফিরে আসেন এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের অনুগ্রহে বেড়ে ওঠেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু খুব স্পষ্টভাবে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্যকে জানতেন; যদিও তাঁহার জ্ঞান আশ্চর্যজনক ছিল, তিনি বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বর ও মানুষের অনুগ্রহে বেড়ে উঠেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমাদের অবশ্যই তাদের কাছে আত্ম সমর্পন করতে হবে যাদেরকে আমাদের জীবনের উপর কর্তৃপক্ষ রূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ : পিতামাতার কাছে সন্তান।
২। আপনার কর্তৃত্বের নিকটে আনুগত্যতার বৃদ্ধি ঈশ্বরের অনুগ্রহ আনোয়ন করে। স্বয়ং ঈশ্বরের সহিত এবং মানুষের সহিতও আনোয়ন করে।
৩। যীশুর মতো আমরা যেখানেই থাকিনা কেন, আমাদের অবশ্যই পিতার কার্যে যুক্ত থাকতে হবে - যাহা সকলের কাছে পরিত্রাণের সংবাদ আনোয়ন করবে।

৬ জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার

আমাদের প্রভুর থিওফ্যানির পর্ব (ডেনহো)

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ১২:১-৬	গীতসংহিতা ২৯	ইব্রীয় ১০:১৫-২৫	সাধু মথি ৩:১-১৭

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশুর দ্বারা সমস্ত সৃষ্টির পূনর্নবীকরণ ঘটে

এই পর্বের বিষয়টি কি?

এই পর্বটি সাধু যোহন দ্বারা যর্দন নদীতে খ্রীষ্টের বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানকে উদ্‌যাপন করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষালাভ করতে পারি যে, যীশুকে এই উত্তরটি প্রকাশ্যে স্বয়ং ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে, যীশু তাঁহার পুত্র ছিলেন। আমরা আরও শিক্ষালাভ করতে পারি যে যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক হয়েছিলেন যিনি এই জগতের পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এছাড়াও, যীশুর বাপ্তিস্মের সময় স্বয়ং সৃষ্টি নবায়িত হইতেছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। জলকে আশীর্বাদ: ভোজের সময়, পুরোহিত একটি পাত্রে (কাঁচের পাত্র) বা এমনকি জলের বড় অংশে (সমুদ্র;নদী বা হ্রদ) জল আশীর্বাদ করেন। এই আশীর্বাদকৃত জল তখন ঘরের আশীর্বাদ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

২। আমাদের গৃহ আশীর্বাদ: পবিত্র (আশীর্বাদযুক্ত) জল ব্যবহার করে যাজক বাড়িতে যান এবং গৃহটিকে, গৃহের মধ্যের সমস্ত কিছুকে এবং এমনকি আমাদের নিজেকেও আশীর্বাদ করেন। এইরূপ আমরা আমাদের গৃহ এবং আমাদের মন্ডলীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সংযোগ স্থাপন করি।

৩। বাপ্তিস্মের দ্বারা এবং এটির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে উঠি, জল দ্বারা পরিষ্কার করা হয় এবং মুরন দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করা হয়, যাহা পবিত্র আত্মার প্রতিনিধিত্ব করে।

১২ জানুয়ারী ২০২৫			থিওফ্যানির পর প্রথম রবিবার
	১১তম রবিবার		
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৪৯:৭-১৩	গীতসংহিতা ৯১	ইফিষীয় ১:৩-১৪	সাধু মথি ৪:১-২২

সুসমাচারের মূল বিষয় : প্রলোভনের উপর বিজয়লাভ

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই অনুচ্ছেদে, যীশু পবিত্র শাস্ত্রের শক্তির মাধ্যমে শয়তানের প্রলোভনগুলিকে জয় করেন। পরে যীশু লোকেদের অনুতাপের আহ্বান জানিয়ে তাঁহার পার্থিব পরিচর্যা শুরু করেন এবং তাঁহার প্রথম শিষ্যদেরকে 'তাঁহাকে অনুসরণ করার' আহ্বান জানান।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশুর মতো আমরাও প্রলোভিত হইব, এবং আমাদের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করা হইবে। কিন্তু যীশুর মতো আমরাও পবিত্র শাস্ত্রের শক্তির মাধ্যমে বিজয়ী হতে পারি।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে পাঠ, শ্রবণ, অধ্যয়ন, মধ্যস্থতা এবং মুখস্থ করার অভ্যাস করুন।

২। যখন প্রলোভন আসে, ঈশ্বরের বাক্যকে স্মরণ করুন এবং স্বীকার করুন; শয়তান দ্বারা আনীত প্রলোভনগুলির উপর বিজয় পেতে এটি একটি শক্তিশালী অস্ত্র।

৩। যীশুর সঙ্গে যেমন ছিল, শাস্ত্র আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং এইভাবে শয়তানের প্রতারণাকে প্রতিরোধ করবে।

১৯ জানুয়ারী ২০২৫			থিওফ্যানির পর দ্বিতীয় রবিবার
	১২তম রবিবার		
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৫১:১-৮	গীতসংহিতা ১৩৯:১-৬,১৩-১৮	ইব্রীয় ১:১-২,২:১-৪	সাধু যোহন ১:৪৩-৫১

সুসমাচারের মূল বিষয় : তিনি আমাদের আহ্বান করার পূর্বে আমাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই শাস্ত্রাংশটি বর্ণনা করে যে কীভাবে ফিলিপ তাঁর বন্ধু নথনেলকে (বার্থলোমিউ নামে পরিচিত) যীশুর কাছে নিয়ে আসেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

তিনি আমাদের আহ্বান করার পূর্বে আমাদের সম্পর্কে ঈশ্বর অবগত রয়েছেন - ঠিক যেমন যীশু নথনেলের নির্মল হৃদয়কে জানতেন এবং ফিলিপ তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে আসার পূর্বে তিনি কোথায় ছিলেন তাহা দেখেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। ঈশ্বর সকল মানুষকে, নির্বিশেষে ব্যবহার করতে পারেন তারা যেখান থেকেই আসুক না কেন। কেহই বিশ্বাস করত না যে নাজারথ থেকে ভালো কিছু আসতে পারে।

২। যেমন নাথনেলকে ফিলিপ আমন্ত্রণ 'আসুন এবং দেখুন' তেমনি আমাদের সকলের জন্য একটি আমন্ত্রণ রয়েছে; খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করার আমন্ত্রণ।

৩। ফিলিপ যেমন তাঁর বন্ধুকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি লোকেদেরকে যীশুর কাছে নিয়ে আসার সুযোগগুলি সন্ধান করুন।

২৬ জানুয়ারী ২০২৫ **থিওফ্যানির পর তৃতীয় রবিবার**
যাজকদের রবিবার — বিশেষ দান

১৩ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ

যিরমিয়	গীতসংহিতা	১ করিন্থীয়	সাধু যোহন
৩১:১-১২	৬২:৫-১২	৩:১৬:৪:৫	৩:১-১২

সুসমাচারের মূল বিষয় : নূতন জন্ম

এই পাঠ্যাংশটি কি?
যীশু নিকোদিমকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার উপায় প্রকাশ করেন- নূতন জন্মের মাধ্যমে। যীশু আরও বলেছেন: নূতন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ হল জল (বাপ্তিস্ম) এবং আত্মা (পবিত্র আত্মার উপহার) থেকে জন্ম নেওয়া।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?
নূতন জন্ম একটি আধ্যাত্মিক নিগুঢ়তত্ত্ব। এটি আমাদের পরিত্রাণের যাত্রার সূচনা, যেখানে আমরা বাপ্তিস্মের জলে যীশুর সঙ্গে যুক্ত হই। (রোমীয় ৬:১-১০) এবং পবিত্র আত্মার অভিষেক গ্রহণ করি (ক্রিসমেশন) দ্বারা।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যেহেতু বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ পথ, আমাদের পরিত্রাণের যাত্রার সূচনা, তাই বয়স নির্বিশেষে আমাদের সকলকে অবশ্যই বাপ্তিস্ম নিতে হবে।
২। অনুতাপ এবং বিশ্বাস উভয়ই আমাদের জলে বাপ্তিস্মের সহিত যুক্ত থাকতে হবে।
৩। আমরা যাহারা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ, অনেককে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা প্রদান করার দায়িত্ব রয়েছে।

২ ফেব্রুয়ারী ২০২৫	১৪তম রবিবার খ্রীষ্টের উপস্থাপনার পর্ব (মায়ালথো)		থিওফ্যানির পর চতুর্থ রবিবার
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ১১:১-১০	ইব্রীয় ৭:৭-১৭	ইফিষীয় ৩:১৩-২১	সাধু লুক ২:২২-৪০

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বর তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন যাহারা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন

এই পর্বের বিষয়টি কি?

এই পর্বটি যিহুদীদের বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যীশুর জন্মের ৪০ দিন পরে তাঁহার পিতামাতা দ্বারা মন্দিরে যাজকের নিকটে যীশুর উপস্থাপনাকে স্মরণ করায়।

এই পর্ব থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের প্রভু নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেন যাহারা পবিত্র এবং তাঁহার সহিত সাক্ষ্যাতের জন্য প্রত্যাশায় প্রতিক্ষমান ঠিক সাধু সিমিওন এবং সাধু হান্নার মতো। সেই যীশু সম্পূর্ণরূপে মানুষ ছিলেন এবং তিনি বিধানের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে দেখিয়েছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। মায়েদের মন্ডলীতে বিশেষ উপাসনাতে নিয়ে যাওয়া: সন্তান জন্মের ৪০ দিন পরে, প্রাথমিক মন্ডলী শিশু এবং মায়ের নিরাপত্তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপন করতে মায়েদেরকে মন্ডলীতে যেতে বলেছিল।

২। নবজাতক (শিশুদের) একই সময় গীর্জায় বাপ্তিস্ম এবং ক্রিসমেশনের জন্য প্রস্তুত করা হত। এই ভাবে পিতামাতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করত যে, তাদের সন্তানেরা ঈশ্বর প্রদত্ত এবং তাই ঈশ্বরের মহিমার জন্য লালন-পালন করা হবে।

৩। মোমবাতি ধারণ করা- সাধু সিমিওনের উল্লিখিত প্রতীক হিসাবে যে খ্রীষ্ট হলেন পরজাতীদের জন্য জ্যোতি প্রকাশ, বিশ্বাসীরা এই পর্বের দিনে ঐশ্বরীক লিটার্জীর সময় মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন।

৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৫	থিওফ্যানির পর পঞ্চম রবিবার

১৫তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ

যিশাইয় ৪১:৮-২০	গীতসংহিতা ১৩১	২ করিন্থীয় ৪:১-৬	সাধু মার্ক ১:১২-২০

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশু খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দেওয়া

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই শাস্ত্রাংশটি যীশু খ্রীষ্টের লৌকিক পরিচর্যার সূচনাকে চিহ্নিত করে, যেখানে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করে অনুতাপের জন্য লোকেদের আহ্বান করেন এবং তাঁহার প্রথম শিষ্যদের তাঁহাকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানান।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

ঈশ্বর তাঁহার প্রথম শিষ্য হওয়ার জন্য সরল, সাধারণ, অশিক্ষিত লোকেদের মনোনীত করেছিলেন। যেহেতু তারা খ্রীষ্টের প্রতি সাড়া দিয়েছিল এবং তাঁহাকে অনুসরণ করেছিল, তাই তাঁহারা প্রেরিত হয়েছিলেন (ইফিষীয় ২:২০) যাদের উপর মন্ডলী নির্মিত হয়েছিল এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে জগতকে পরিবর্তনকারী হয়েছিলেন (প্রেরিত ১৭:৬)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। অনুতাপ শুধুমাত্র যীশুর সাথে আমাদের যাত্রার সূচনা নয়, আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন বাস্তবতা।

২। আমাদের অবশ্যই যীশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে, সবকিছু পরিত্যাগ করে তাঁহাকে অনুসরণ করতে হবে।

৩। ঈশ্বর প্রায়শই তাঁহার জন্য পরাক্রমশীল জিনিসগুলি সম্পাদন করার জন্য অতি সাধারণ লোকেদের ব্যবহার করেন।

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫

১৬তম রবিবার
সকল প্রায়াত যাজকদের দিবস

শাস্ত্র পাঠ

দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১-৮	গীতসংহিতা ৯০	১থিষলনীকীয় ৪:১৩-৫:১১	সাধু মথি ২৪:৪২-৫১

সুসমাচারের মূল বিষয় : প্রভুর প্রত্যাবর্তন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

একজন প্রভু তাঁর দাসেদের তার পরিবারের জন্য দায়িত্ববান করে ভ্রমনে চলে যান। প্রভু তারপর একটি অপ্রত্যাশিত সময়ে ফিরে আসেন এবং তার দাসেদের তাদের বিশ্বস্ততা অনুযায়ী পুরষ্কার দেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এই দৃষ্টান্তটি আমাদের জন্য একটি সতর্কবাণী - আমাদের অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রর্ত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁহার বিলম্বিত আগমন যেন আমাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বা অবিশ্বস্ত না করে। বরং আমাদের বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী হতে হবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যীশু আজই ফিরে আসবেন এই মনোভাব নিয়ে প্রতিটি দিন জীবনযাপন করুন।

২। একজন দাসকে যাহা কিছুর জন্য দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটির প্রতি বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হেতু আহুত।

৩। অলস হতে প্রলুব্ধ হলে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করা পুরষ্কারের কথা মনে করিয়ে দিন, যদি আমরা আমাদের যা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি আমরা বিশ্বস্ত এবং পরিশ্রমী হই।

২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫	১৭তম রবিবার	মহা লেন্ট শুরু হওয়ার পূর্বে রবিবার

সকল প্রয়াত বিশ্বস্ত লোকেদের দিবস

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৩৮:১০-২০	গীতসংহিতা ১১১	১ করন্থীয় ১৫:২০-২৮	সাধু লূক ১২:৩২-৪৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমাদের যাহা কিছুর প্রদান করা হয়েছে সেগুলির সহিত বিশ্বস্ত থাকুন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু একজন প্রভুর সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত বললেন যিনি তার দাসকে তার পরিবারের দেখাশোনা করার দায়িত্ব অর্পন করে একটি বিবাহ বাটিতে গিয়েছিলেন এবং কিভাবে একজন দাসকে তার প্রভুকে যে কোন সময় গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে, এমনকি খুব গভীর রাতেও সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আসুন, আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি; আমাদের প্রভু যখন অপ্রত্যাশিত সময়ে ফিরে আসবেন, তখন তিনি কি আমাদেরকে যে সকল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে দেখতে পাবেন? নাকি তিনি আমাদের অলসও অমনোযাগী দেখতে পাবেন? আমাদের অবশ্যই আমাদের কোমর বেঁধে রাখতে হবে এবং প্রদীপগুলি সর্বদা জ্বালিয়ে রাখতে হবে (সাধু লূক ১২:৩৫)।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। অনেকের মতো যীশু ফিরে আসার সঠিক দিন আবিষ্কার করার পশ্চ্যাতে যেতে প্রলুব্ধ হবেন না, শুধুমাত্র পিতাই সঠিক দিন জানেন (সাধু মার্ক ১৩:৩২)।

২। আমাদের প্রভু আমাদের প্রত্যেককে দায়িত্ব দিয়েছেন - একজন পিতামাতা, একজন স্বামী/ স্ত্রী, সন্তান,কর্মী একজন যাজক ইত্যাদি। আসুন আমরা সেটিকে বিশ্বস্ততার সহিত পালন করি।

৩। আমাদের মধ্যে যাহারা আমাদের প্রভুকে জানেন, তাদের কাছে আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। যদি আমরা জানি যে, আমাদের প্রভু কি চান এবং তারপরও তাঁহার ইচ্ছা পালন করি না, তাহলে আমাদের শাস্তি অনেক বেশি হবে।

২ মার্চ ২০২৫	মহালেন্ট পর্বের সূচনা ১৮তম রবিবার		মহা লেন্ট পর্বের প্রথম রবিবার
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৫৮:৫-১৪	গীতসংহিতা ৫০:১-৬	কলসীয় ৩:১-১৭	সাধু যোহন ২:১-১১

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশু, দুঃখকে আনন্দে পরিণত করেন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

একটি বিবাহ বাটিতে যেখানে তাঁর শিষ্যরা এবং মা উপস্থিত ছিলেন, যীশু জলকে উত্তম দ্রাক্ষারসে পরিণত করেন, যাহার দ্বারা অনেকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এমনকি যখন আমাদের জীবনে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে তখনও যীশু একটি অলৌকিক কাজ করতে পারেন এবং আমাদের পরিস্থিতিকে আনন্দদায়ক করে তুলতে পারেন। সাধারণত উত্তম দ্রাক্ষারসে রূপান্তর করতে এক মুহূর্ত সময় লেগেছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। অপ্রত্যাশিত কষ্ট এবং দুঃখের মুহূর্তে, একটি অলৌকিক কার্য করার জন্য প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করুন।

২। আমাদের জীবনে আনন্দ ফিরিয়ে আনতে প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করুন।

৩। অলৌকিক ঘটনাগুলি আমাদেরকে প্রভু যীশুর দিকে নির্দেশ করে এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস করতে সাহায্য করে।

৯ মার্চ ২০২৫	১৯তম রবিবার	মহালেন্ট পর্বের দ্বিতীয় রবিবার (কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্যতা)

শাস্ত্র পাঠ			
২রাজাবলি ৫: ১-১৪	গীতসংহিতা ৫১: ১-১৭	রোমীয় ৩:২৭-৪:৫	সাধু লুক ৪:৪০-৪১ ৫:১২-১৬

সুসমাচারের বিষয় : যীশু নির্বাসিতকে আলিঙ্গন করেন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এখানে যীশু কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেন, যিনি সেই সময়ে একজন শক্তিশালী সাক্ষী হয়ে ওঠেন, তখন অনেক লোকেরা যীশুর কথা শুনতে আসেন এবং তাঁহার দ্বারা সুস্থ হয়।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু প্রত্যেককে স্বাগত জানালেন এবং আলিঙ্গন করলেন; বিশেষ করে যারা সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। আমরা যীশুকে একজন কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ ও সুস্থ করতে দেখতে পাই, এইভাবে প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের প্রেম ও যত্নকে প্রকাশ করলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। সমাজে বহিষ্কৃতদের সন্ধান করুন- দরিদ্র, বিধবা, কুষ্ঠরোগী, গৃহহীন এবং অবাঞ্ছিত; আসুন আমরা যীশুর প্রেম দিয়ে তাহাদের স্পর্শ করি।

২। ঈশ্বর আমাদের জন্য যাহা কিছু করেছেন তার জন্য শক্তিশালী সাক্ষী হোন।

৩। যখন আমরা অন্যদের সেবা করি, তখন আমরা তাদের কাছে ' যীশু' হয়ে যাই।

১৬ মার্চ ২০২৫	**২০ তম রবিবার**	**মহা লেন্ট পর্বের তৃতীয় রবিবার** (পক্ষাঘাতে রোগীর আরগ্যতা)

শাস্ত্র পাঠ			
২রাজাবলি২:১-১১	গীতসংহিতা ২২:২৩-৩১	রোমীয় ৫:১-১১	সাধু মার্ক ২:১-১২

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশু পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদের শরীরকে সুস্থ করেন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

চার বন্ধু এক পক্ষাঘাত ব্যক্তিকে যীশুর কাছে নিয়ে আসে। তিনি তার পাপ ক্ষমা করেন এবং তাকে সুস্থ করেন। অনেকেই এই অলৌকিক ঘটনা দেখে আশ্চর্য হয়েছেন, যদিও অনেকে বিস্মিত হয়েছেন যে কিভাবে যীশু পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

বিশ্বাস ব্যক্তিগতভাবে হোক বা অন্যরা আপনার জন্য বিশ্বাস করুক, ঈশ্বরের কাছে থেকে নিরাময় এবং পরিত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে এটি হল গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমাদের দেহের সুস্থ্যতার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের পাপ ক্ষমা করতে এবং আমাদের আত্মাকে সুস্থ্য করতে এসেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যেমন পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তির চার বন্ধু তাকে যীশুর কাছে নিয়ে আসার জন্য অনেক বাধা অতিক্রম করেছিল, আমাদেরও অন্যদেরকে খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিৎ।

২। আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে এবং অন্যদের জন্য বিশ্বাস রাখতে হবে - তাদের নিরাময় এবং পরিত্রাণের জন্য।

৩। ঈশ্বরের নিরাময় কার্য হল সার্বিক - দেহ, মন এবং আত্মা।

২৩ মার্চ ২০২৫	২১তম রবিবার	মহা লেন্ট পর্বের চতুর্থ রবিবার (কনানীয় মহিলার আরোগ্যতা)

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৫৬:১-৭	গীতসংহিতা ১৯	রোমীয় ৭:১৪-২৫	সাধু মাথি ১৫:২১-২৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : মহৎ বিশ্বাসের একটি উদাহরণ

এই পাঠ্যাংশটি কি?

একজন মাতা যার কন্যা শয়তান দ্বারা পীড়িত ছিল, তিনি তার মেয়ের প্রতি দয়া ও আরোগ্যতার জন্য যীশুর কাছে আসেন। যীশু খ্রীষ্টের আরোগ্য করার ক্ষমতার প্রতি তার গভীর বিশ্বাসের জন্য প্রভু যীশু সেই মায়ের প্রশংসা করেছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

ঈশ্বর সর্বদা আমাদের বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হন্ (ইব্রীয় ১১:৬); এখন যখন আমরা বিশ্বাস ও আস্থার সহিত তাঁহার নিকটে যাই, তিনি কখনও আমাদের প্রার্থনাকে নিরুত্তর করবেন না বরং আমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যদি আমাদের প্রার্থনার উত্তর না পাই, তাহলে আমাদের হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু, এই মায়ের উদাহরণের মতো, আমাদের অবিচল থাকা উচিত।

২। বিশ্বাস করুন এবং আমাদের প্রিয়জনদের জন্য যীশুতে বিশ্বাস রাখুন, তিনি তাহাদের প্রতি করুনা করবেন।

৩। প্রার্থনা করুন এবং আপনার বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করুন, যাহাতে আপনি সকল পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারেন।

২৫ মার্চ ২০২৫, মঙ্গলবার

থিওটোকোসের নিকটে ঘোষণার পর্ব (সুবোরো)

শাস্ত্র পাঠ			
আদিপুস্তক ২৮:১০-২২	গীতসংহিতা ৪০:৫-১০	ইব্রীয় ২:১১-১৮	সাধু লুক ১:২৪-৩৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : আজ্ঞাপালনের মনোভাব গড়ে তুলুন

এই পর্বের বিষয়টি কি?

খ্রীষ্টের জন্ম সম্পর্কে কুমারী মরিয়মের নিকটে স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েলের ঘোষণাকে উৎসবরূপে উদযাপন করে। এই জগতের মুক্তির জন্য তাঁহার পুত্রকে প্রেরণের নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূরণের সূচনা।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

পরিত্রাণ ছিল ঈশ্বরের উদ্যোগ। ঘোষণা এবং এইভাবে অবতার গ্রহণের পরিকল্পনা মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং ঈশ্বর নিজেই করেছিলেন। তথাপি, একই সময়, আমরা এটাও লক্ষ্য করি যে, যখন মাতা মরিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করেন তখন মানুষের প্রতিক্রিয়াও বিজড়িত ছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। মাতা মরিয়ম দ্বারা আমাদের সামনে উপস্থাপিত এই মহৎ উদাহরণকে অনুসরণ করুন এবং বাধ্যতার মনোভাব গড়ে তুলুন, এমনকি যখন তাঁহার ইচ্ছা কঠিন বা অনিশ্চিতও মনে হতে পারে।

২। ঈশ্বর যে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছেন তার প্রতি বিনীত স্বীকৃতি এবং অঙ্গীকার হল পরিত্রাণ ও আশীর্বাদের পথ।

৩। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে- বাক্য এবং কর্মে উভয়ই - জেনে রাখা দরকার যে মানুষের সাহায্যে ঈশ্বর মানুষের সাহায্যের মাধ্যমে কার্য করেন।

৩০ মার্চ ২০২৫	২২ তম রবিবার	মহা লেন্ট পর্বের পঞ্চম রবিবার (পঙ্গু মহিলার আরোগ্যতা)	
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৫০:১-৫	গীতসংহিতা ১০৭: ১-৩;১৭-২২	১ পিতর ৩:৮-১৬	সাধু লুক ১৩:১০-১৭

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বরের অভিপ্রায় যেন আমরা দয়ালু হই

এই পাঠ্যাংশটি কি?

বিশ্রামবারে যীশু একজন মহিলাকে সুস্থ করেন। সেই জন্য যখন ক্রোধান্বিত সিনাগগ শাসক যীশুকে তাদের পরম্পরাকে ভঙ্গ করার জন্য অভিযুক্ত করেন, তখন তিনি তার ভন্ডামি প্রকাশ করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যদিও নিয়ম এবং রীতিনীতিগুলি উত্তম তথাপি, সেগুলি যেন আমাদের চর্তুদিকে লোকেদের প্রয়োজনের প্রতি আমাদেরকে অন্ধ এবং অনুভূতিহীন না করে তুলে। মানব কল্যাণ আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হতে হবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা যেমন প্রার্থনা, উপবাস এবং দরিদ্রদের প্রতি দান আমরা মহা লেন্ট কালে যে সকল অনুশীলন করি; সেইগুলি যেন আমাদের নম্র করে তুলতে পারে। আভ্যন্তরীন বিষয়গুলি এবং নিজেকে মূল্যায়ন করুন। এই নিয়মগুলি কি আপনাদেরকে অন্যের প্রতি আরও করুণাময় করে তুলে? (সাধু মথি ১২:৭)।

২। আসুন আমরা ফরীশীদের মত গর্বিত এবং আত্ম-ধার্মিক না হই; কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক গর্বের জন্য অনুতপ্ত হই এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন আবারও যেন ছোট শিশুদের মত হয়ে উঠতে পারেন (সাধু মথি ১৮:৩)।

৩। এই মহা লেন্টের সময়ে ধারাবাহিকভাবে আধ্যাত্মিক অনুশাসনগুলি অনুসরণ করুন।

৬ এপ্রিল ২০২৫	২৩ তম রবিবার	মহা লেন্ট পর্বের ষষ্ঠ রবিবার (অন্ধ ব্যক্তির আরোগ্যতা)

শাস্ত্র পাঠ			
দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:১৩-১৬; ২৬:১-১৩	গীতসংহিতা ১১৯:৯-১৬	ইফিষীয় ৫:১-১৪	সাধু যোহন ৯:১-৪১

সুসমাচারের মূল বিষয় : দৃষ্টি প্রদান

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু জন্মান্ধ একজন ব্যক্তিকে সুস্থ করেন। তারপর জন্মান্ধ ব্যক্তিটি অবিশ্বাসী ফরিশীদের কাছে ঈশ্বর তার জন্য কি করেছেন সেই বিষয়ে সাক্ষ্যদেন। পরিশেষে যীশু নিজেকে সেই ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

কোন ব্যক্তির নিজের পাপ বা পিতামাতার পাপ সবসময় কষ্ট বা অসুস্থতার কারণ নয়। এই সৃজনশীল অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে, আমরা দেখতে পাই যে যীশু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর ছিলেন এবং যে ব্যক্তি সুস্থ হয়েছিলেন তার কাছ থেকে কিভাবে একজন সক্রিয় খ্রীষ্টীয় সাক্ষী হতে হয় সেই বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারি।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমাদের যীশুর সাক্ষী হওয়ার অর্থ হল তাড়না এবং বিরোধীতাকে আমন্ত্রণ জানানো।
২। যীশুর জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিটি পরিস্থিতিতে সাহস, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা করুন।
৩। তবুও, ঈশ্বর আমাদের জন্য যাহা কিছু করেছেন সেগুলি আমাদের অবশ্যই ভাগ করে নিতে হবে, যাহাতে অন্যরা উপলব্ধি করতে পারে যে যীশু প্রকৃতপক্ষে কে।

১৩ এপ্রিল ২০২৫	২৪ তম রবিবার খেজুর পর্বের রবিবার	হোশান্না /খেজুর রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
মীখা ৪: ১-৫	গীতসংহিতা ১১৮:১-২,১৯-২৯	রোমীয় ৮:১৮-২৫	সাধু যোহন ১২:১২-১৯

সুসমাচারের মূল বিষয় : সেবক রাজা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু একটি গাধার পিঠে চড়ে যীরূশালেমে প্রবেশ করেন এবং একটি বিশাল জনতা তাঁহাকে রাজার মতো স্বাগত জানায়, খেজুর পাতা দিয়ে এবং হোশান্না ধ্বনি করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

পবিত্র সপ্তাহে প্রবেশ করার ঠিক পূর্বে পৃথিবীতে যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহে যীশু, মশিহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূর্ণ করেন। লোকেরা যীশুকে এমন একজন ব্যক্তিরূপে দেখলেন যে, তিনি তাদের রাজনৈতিক নিপীড়ন থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। কিন্তু পার্থিব রাজার মতো ঘোড়ার পরিবর্তে, একটি গাধার পিঠে চড়ে যীশু অনন্ত রাজ্যের দিকে নির্দেশ করিলেন যাহা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আসুন আমরা নম্র হই এবং খ্রীষ্টের মত অন্যদের সেবা করি। তিনি বলেছেন এবং দেখিয়েছেন সমস্ত কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্য হচ্ছে সকলের সেবা করা। তিনি হলেন আমাদের সেবক রাজা।

২। যাহারা এখন আমাদের স্বাগত জানায়,তাহারা পরবর্তী সময়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে অবাক হবেন না। কারণ এটা আমাদের প্রভু যীশুর সঙ্গে ঘটেছে।

৩। আমাদের গৌরবময় ভবিষ্যতের উপর আমাদের আস্থা রাখতে শিখুন এবং বর্তমান দিনের গৌরব বা এমনকি দূর্ভোগের মধ্যেও।

২০ এপ্রিল ২০২৫	২৫ তম রবিবার **ইষ্টার পর্ব**	ইষ্টার পর্বের রবিবার **কিমথো**

শাস্ত্র পাঠ			
প্রেরিত ২: ২২-৩৬	গীতসংহিতা ১৬	১ করিন্থীয় ১৫:১-১৯	সাধু মথি ২৮:১-২০

সুসমাচারের মূল বিষয় : মৃত্যুর পরাজয়

এই উৎসবের বিষয় কি?

যীশুর শিষ্যরা পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরাজয়ের সাক্ষী হয়ে ওঠেন। যখন যীশুর বিরোধীতাকারীরা সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করে। পরবর্তীকালে, যীশু তাঁহার শিষ্যদের মহান আজ্ঞা প্রদান করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

ইষ্টার হল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা- কারণ যীশু মৃত্যুকে পরাজিত করেছিলেন! পুনরুত্থান ছাড়া আমাদের জীবন নিরর্থক (১ করিন্থীয় ১৫:১৪) এবং খ্রীষ্টের পুনরুত্থান আমাদের যে সাহসিকতা দেয়, সেই জন্য আমাদের সমস্ত জাতির মধ্যে যাওয়া উচিৎ।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমাদের আর মৃত্যুকে ভয় পেতে হবে না; কারণ যীশু মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন।
২। এই পর্বে আমরা পরস্পরকে বলি: খ্রীষ্ট পুনরুত্থিত হয়েছেন।
৩। আমাদের এই প্রত্যাশার সংবাদটি অবশ্যই অন্যের কাছে প্রকাশ করতে হবে।

২৭ এপ্রিল ২০২৫ নতুন রবিবার

২৬ তম রবিবার **যুব রবিবার - বিশেষ দান**

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৪০:৯-১৫	গীতসংহিতা ১৩৩	২ তীমথিয় ২:১-১৩	সাধু যোহন ২০:১৯-৩১

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমাদের ভয় এবং সন্দেহের উপর বিজয় পাওয়া

এই পাঠ্যাংশের বিষয় কি?

পুনরুত্থিত যীশু ভীত শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হন। তিনি তাদেরকে নিজ শান্তি প্রদান করেন, তাদের পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি দেন এবং পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা দেন। তিনি দ্বিতীয়বার ও আবির্ভূত হন, সাধু থোমার সন্দেহ দূর করেন, যিনি যীশুকে 'আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর' বলে স্বীকার করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমাদের সহিত পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের উপস্থিতি আমাদের হইতে সমস্ত ভয় দূর করে। যীশু তাঁহার শিষ্যদেরকে তাঁর যাজকীয় পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে বলেন এবং থোমার সন্দেহকে বিশ্বাসের গভীর স্বীকারোক্তিতে পরিণত করেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমরা কী ভীত? মনে রাখবেন যে পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট আমাদের সহিত রয়েছেন। (সাধু মথি ২৮:২০)।

২। আমরা কি সন্দেহবান? আমরা যখন এটি স্বীকার করি তখন ঈশ্বর আমাদেরকে বৃহত্তর বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে এটি ব্যবহার করতে পারেন।

৩। যারা ভীত এবং সন্দেহজনক বলে মনে হয় তাদের উপেক্ষা,অবজ্ঞা বা বিচার করবেন না। ঈশ্বর তাদের পরিবর্তন করতে পারেন এবং শিষ্যদের মতোই তাঁহার মহিমার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। সাধু থোমা, যিনি সন্দেহ করেছিলেন, পরে ঈশ্বর দ্বারা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ভারত সহ বিশ্বের অনেক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যেখানে তিনি একজন শহীদ হিসাবে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

৪ মে ২০২৫	২৭ তম রবিবার		নতুন রবিবারের পর প্রথম রবিবার
শাস্ত্র পাঠ			
যিহোশূয় ৬:৯-২১	গীতসংহিতা ৪	ইফিষীয় ৬:১০-২৪	সাধু যোহন ২১:১-১৪

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমাদের আহ্বানকে কোনোদিন প্রত্যাখান করবেন না

এই পাঠ্যাংশটি কি?

রাতভর মাছ ধরার ব্যর্থতার পর, পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদেরকে একটি অলৌকিক মাছ ধরার দিকে নির্দেশ দেন এবং তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এই অলৌকিক ঘটনা শিষ্যদের মনে করিয়ে দেয় যীশুর প্রথম অলৌকিক কাজটি (সাধু লুক ৫:১-১১) এবং এইভাবে তাদের আহ্বানের কথা মনে করিয়ে দেন- মনুষ্য ধরিবে (সাধু মথি ৪:১৯) বিশদ মাছ ধরার অর্থ শিষ্যদের ঈশ্বরের রাজ্যে লোকেদের নিয়ে আসার একটি চিত্রও প্রকাশ করে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আপনি যদি আপনার আহ্বান থেকে ফিরে যেতে প্রলুব্ধ হন, তাহলে যীশু আমাদেরকে মনুষ্য ধরার আহ্বানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

২। আমারা যাহারা তাঁহার শিষ্য,তাহাদের মাধ্যমেই সমস্ত মানবজাতিকে যীশুর সম্পর্কে জানাতে হবে।

৩। যাহারা তাদের জীবনে খ্রীষ্টের আহ্বান থেকে ফিরে গেছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন; যাহাতে তাঁহার ভালবাসা এবং আহ্বানের দ্বারা ফিরে আসতে পারে।

১১ মে ২০২৫ **নতুন রবিবারের পর দ্বিতীয় রবিবার**

২৮ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
প্রেরিত ৪:৮-২১	গীতসংহিতা ১০০	ইব্রীয় ৩:১-১৩	সাধু যোহন ২১:১৫-২২

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশু আমাদের পুনরুদ্ধার করেন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু সাধু পিতরকে পুনরুদ্ধার করেন তিনি তাঁহাকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন (সাধু লুক ২২:৩১) এবং ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে কীভাবে তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার প্রভুর জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু সবাইকে পুনরুদ্ধার করতে চান; এমনকি যে তাঁহাকে অস্বীকার করে এবং তাদেরকে সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেন যেমনটি আমরা দেখতে পাই সাধু পিতরকে তাঁহার মেষপালকে চরানোর জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। যীশুর ভালবাসা যে কোন মানুষকে পরিবর্তন করতে পারে- ঠিক যেমন এটি সাধু পিতরকে এতটাই বদলে দিয়েছে যে, তিনি তাঁর প্রভুর জন্য তাঁর জীবন দিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। কেহই যীশুর প্রেম থেকে বঞ্চিত হবে না।

২। যীশু আমাদেরকেও তাঁহার শিষ্যদের দলের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন, যদি আমরা অনুতপ্ত হই এবং তাঁহার ভালবাসাকে গ্রহণ করি।

৩। প্রার্থনা করুন এবং কঠোর পরিশ্রম করুন যাহাতে আমরা যীশুর বিশ্বস্ত সাক্ষী হইতে পারি এমনকি আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।

১৮ মে ২০২৫			**নতুন রবিবারের পর তৃতীয় রবিবার**
২৯ তম রবিবার			
শাস্ত্র পাঠ			
যাত্রাপুস্তক ৩৪:৪-১২	গীতসংহিতা ২২:২৫-৩১	১ যোহন ৫:১৩-২১	সাধু লুক ২৪:১৩-৩৫

সুসমাচারের মূল বিষয় :পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং প্রভুভোজ যীশুকে আরও অধিক জানতে আমাদের চক্ষু উন্মিলিত করে দেয়

এই পাঠ্যাংশটি কি?

ইম্মায়ুসের পথে দুজন শিষ্যের সহিত হাঁটতে গিয়ে, যীশু প্রথমে মশীহ সম্পর্কিত শাস্ত্রের ব্যাখা করেন। তারপর যখন তিনি তাদের সহিত রুটি ভাঙ্গেন, এবং তিনি তাহাদের নিকটে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা যখন সঠিকভাবে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি। তখন এটি আমাদেরকে দোষী সাবস্ত করবে এবং খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসবে। আমরা আরও শিক্ষালাভ করি যে,যখন আমরা পবিত্র প্রভুভোজে (রুটি ভাঙ্গা) অংশ নিই, তখন যীশুকে জানার জন্য আমাদের চক্ষু উন্মিলিত হয়ে যায়।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ এবং শিক্ষালাভ করা আমাদের অবশ্যই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

২। যখন আমরা নিরুৎসাহিত বা বিভ্রান্ত হই, ঠিক এই দুই শিষ্যের মতো, তখন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করার জন্য এটি লক্ষ্য তৈরী করুন। এটি আমাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং যীশুর দিকে নির্দেশ করবে।

৩। আমাদের অবশ্যই নিয়মিত পবিত্র প্রভুভোজে অংশ গ্রহন করতে হবে। এটি আমাদের মধ্যে এবং এটির মাধ্যমে যীশুকে আরও অধিক জানতে এবং তাঁহার ঐশ্বরীক স্বভাবে সহভাগী হওয়ার জন্য আমাদের হৃদয় চক্ষু উন্মিলিত হইবে (২ পিতর ১:৪)।

২৫ মে ২০২৫	নতুন রবিবারের পর চুতর্থ রবিবার

৩০ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ

যিশাইয় ৫৪:১-৮	গীতসংহিতা ৯৮	১পিতর ৩:১৭-২২	সাধু লুক ৯:৫১-৬২

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশুর শিষ্য হওয়ার মূল্য

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু যখন যীরূশালেম যাইবার এবং দুঃখ কষ্ট সহ্য কবিরার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিলেন, তখন সেখানে তিনজন ব্যক্তি তাঁহাকে অনুসরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যীশু তাদের বললেন যে, তাঁহাকে অনুসরণ করতে হলে তাদের কী মূল্য দিতে হবে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যদিও আমরা যীশুকে অনুসরণ করতে সঙ্কল্প করতে পারি, তবে প্রায়শই আমরা সেটির মূল্য গণনা করি না। কিন্তু এখানে যীশু আমাদের এটির মূল্য গণনা করে সমর্পনের জন্য এবং অবিচ্ছিন্ন আনুগত্যের সহিত তাঁহাকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করছেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমরা যদি পার্থিব নিরাপত্তার কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা যীশুকে সর্বান্তকরণে অনুসরণ করতে পারব না (পদ ৫৮)

২। এটি উপলব্ধি করুন যে, খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পূরণের কোন কিছুই আমাদের পথে বাধা হওয়া উচিৎ নয়, এমনকি আমাদের পিতামাতাও নয়। (পদ ৫৯)

৩। আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত নয়, তবে বিলম্ব না করে এগিয়ে যাওয়া উচিৎ (পদ ৬১)

২৯ মে ২০২৫ , বৃহস্পতিবার

আমাদের প্রভুর আরোহণের পর্ব

শাস্ত্র পাঠ			
প্রেরিত ১: ১-১১	গীতসংহিতা ৪৭	ইফিষীয় ১:১৫-২৩	সাধু লুক ২৪:৩৬-৫৩

সুসমাচারের মূল বিষয়: খ্রীষ্ট প্রত্যাবর্তন করবেন,ঠিক যেমন তিনি আরোহন করেছিলেন

এই পর্বটির বিষয় কি?

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর তাঁহার শিষ্যদের সহিত ৪০ দিন অতিবাহিত করার পর এই উৎসবটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গে আরোহণের পর্বরূপে স্মরণ করা হয়।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

প্রত্যাশার পর্ব - যীশুর পুনরুত্থান এবং স্বর্গে আরোহণের কারণে আমরা মৃত্যুকে প্রত্যাশার সহিত দেখি - স্বর্গের দরজারূপে।

আনন্দের উৎসব - কারণ যীশু আমাদের মধ্যে বাস করার জন্য পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে সত্য ও জীবনের পথে পরিচালিত করিতেছেন।

প্রতিক্ষার উৎসব -কারণ এটি আমাদের যীশুর দ্বিতীয় আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই আমরা প্রতীক্ষা করি এবং নিজেদেরকে শুচি ও পবিত্র রাখার চেষ্টা করি যাহাতে তিনি যখন আসবেন, তিনি আমাদেরকে এমন বিশ্বস্ত দাসরুপে দেখতে পাবেন যাহারা তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। মৃত্যুকে আর ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই।

২। আমাদের প্রভু যীশুর কার্যকর সাক্ষী হতে পবিত্র আত্মার শক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন।

৩। যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকুন।

১ জুন ২০২৫ **পঞ্চাশত্তমীর পূর্বের রবিবার**

৩১ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিহোশূয় ১: ৫-৯	গীতসংহিতা ১	১করিন্থীয় ৭:১-২, ২৫-৩৪,৯:১-১০	সাধু যোহন ১৭:১৩-২৬

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঐক্যের নিমিত্ত একটি প্রার্থনা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু বন্দি হওয়ার এবং তাঁহার পরীক্ষার ঠিক পূর্বে, তিনি পিতার কাছে একা প্রার্থনা করেন - প্রথমে তাঁর শিষ্যদের জন্য এবং তারপরে শিষ্যদের মাধ্যমে যাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করবে তাদের জন্য।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা যদিও এই পৃথিবীতে বাস করি, তথাপি আমরা এই জগতের অন্তর্গত নই। যীশুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা ছিল যে, আমরা সবাই এক হই অর্থাৎ এটাই বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য; কারণ এইভাবে অন্যরা যীশুতে বিশ্বাস করবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে যেন আমাদের দ্বারা এই জগৎ যীশুর সম্পর্কে জানতে পারে (পদ ১৮)।

২। যদিও এই জগৎ আমাদেরকে ঘৃণা করবে;কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে মন্দতার হাত থেকে রক্ষা করবেন (পদ ১৪,১৫)।

৩। আমাদের অবশ্যই পরস্পরের সহিত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে; এভাবেই অন্যরা যীশুকে জানতে পারবে (পদ ২১) আমরা তাঁহারই।

৮ জুন ২০২৫	পঞ্চাশত্তমী (ইষ্টারের পর পঞ্চাশতম দিন) ৩২ তম রবিবার মিশন - রবিবার - বিশেষ দান

শাস্ত্র পাঠ			
প্রেরিত ২: ১-২১	গীতসংহিতা ১০৪:২৪-৩৪,৩৫খ	গালাতীয় ৫:১৬-২৬	সাধু যোহন ১৬:১-১৫

সুসমাচারের মূল বিষয় : পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্যকারী

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু তাঁহার শিষ্যদের বলেন যে তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, তৎপশ্চাৎ যে পবিত্র আত্মা আসবেন, তিনি তাদের সহিত চিরকাল থাকবেন (সাধু যোহন ১৪:১৬)এবং তাহাদের সমস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন (সাধু যোহন ১৬:১৩)।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্যকারী- আমাদের সান্ত্বনাদাতা, আমাদের পরামর্শদাতা এবং আমাদের পথ পরিদর্শক। পবিত্র আত্মা আমাদের সহিত উপস্থিত রয়েছেন এবং তিনি হলেন সত্যের আত্মা যিনি ঈশ্বরকে পরিচিত করে তুলেন এবং জগৎকে অপরাধী সাবস্ত করেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমরা যখন যীশুকে অনুসরণ করি,তখন আমরা তাড়নার প্রত্যাশা করতে পারি (পদ ১-৩)।

২। যখন আমরা অনুভব করি যে, আমরা একা, তখন সান্তনা দাতাকে মনে রাখবেন, আমাদের সাহায্যকারী,পবিত্র আত্মা সর্বদা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। (৬,৭)।

৩। পবিত্র আত্মাকে আমাদিগকে শক্তি প্রদানের জন্য দেওয়া হয়েছে, যেন আমরা সমগ্র জগতের কাছে (প্রেরিত ২:১১) সত্যের জন্য শক্তিশালী সাক্ষী হতে পারি।

১৫ জুন ২০২৫	পঞ্চাশত্তমীর পর প্রথম রবিবার

৩৩ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিরমিয় ২৯:১০-১৬	প্রেরিত১৭: ১০- ১৫	২ করিন্থীয় ৫: ১৪-৬:১০	সাধু যোহন ৬:২৬-৩৫

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশু জীবনের রুটি

এই পাঠ্যাংশটি কি?

অনেকে যীশুকে অনুসরণ করেছিল যখন তিনি মহিলা এবং শিশু ব্যাতিরেকে ৫০০০ লোকেদেরকে শুধুমাত্র পাঁচটি রুটি দিয়ে ভোজন করালেন। যীশু তাদের সেই খাদ্যের সন্ধান করতে নির্দেশ দেন যাহা অনন্তকাল স্থায়ী, অর্থাৎ তিনি নিজেই, এবং ঘোষণা করেন যে তিনিই স্বর্গ হইতে প্রকৃত রুটি, ঈশ্বরের রুটি যিনি জগৎকে জীবন প্রদান করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

চিহ্নগুলির পশ্চাৎ অনুধাবন করবেন না; বরং ঐ চিহ্নগুলো যাহাকে নির্দেশ করে - যীশু, তাকেই অন্বেষণ করতে হবে। তাঁহার উপর বিশ্বাস রাখুন এবং তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও পিপাসা চিরতরে পূর্ণ করবেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যখন আমরা আশীর্বাদ এবং অলৌকিক ঘটনাগুলি পাই, তখন সমস্ত আশীর্বাদের উৎস ঈশ্বরকে ভুলে যাবেন না।

২। যীশুকে অনুসরণ করুন এবং অন্বেষণ করুন কারণ তিনি অনন্ত জীবনের উৎস।

৩। নিয়মিতভাবে পবিত্র প্রভুভোজে অংশগ্রহণ করুন, কারণ যীশু এই ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেকে আমাদের কাছে প্রদান করেন (সাধু যোহন ৬:৫১,৫৩)

২২ জুন ২০২৫		পঞ্চাশত্তমীর পর দ্বিতীয় রবিবার	
৩৪ তম রবিবার			
শাস্ত্র পাঠ			
দানিয়েল ৬:২৫-২৮	প্রেরিত ৪:২৩-৩১	ইফিষীয় ২:১১-২২	সাধু মথি ১০:৫-১৬

সুসমাচারের মূল বিষয়: সুসমাচার প্রচার এবং নিরাময় করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু স্পষ্ট নির্দেশ দেন - কী নিতে হবে, কোথায় যেতে হবে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে এমনকি তিনি তাঁহার শিষ্যদেরকে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে এবং অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য প্রেরণ করলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশুর পরিচর্যা ছিল সুসমাচার প্রচার করা এবং রোগ নিরাময় করা। এটি এখন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে আমাদেরকে সহভাগী করা হয়েছে, তাদেরকে এই মিশনে একাগ্র চিত্তে যাওয়া দরকার এবং তারা যীশুর কাছে থেকে যাহা লাভ করেছে সেগুলি বিনামূল্যে দেওয়া উচিৎ।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যীশুর শিষ্য হিসাবে, আমাদের বাক্য ও কার্যের দ্বারা সুসমাচার প্রচার এবং রোগ নিরাময় করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

২। আমাদের মিশনে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়; ঈশ্বর আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ করবেন।

৩। যাহারা এটিকে গ্রহণ করে তাদের নিকটে আমরা শান্তিএবং ক্ষমার বাহক।

২৯ জুন ২০২৫	৩৫ তম রবিবার	পঞ্চাশত্তমীর পর তৃতীয় রবিবার সেমিনারি রবিবার-বিশেষ দান	
শাস্ত্র পাঠ			
যিরমিয় ৩:১-৫	প্রেরিত ১৩: ২৬-৩৯	গালাতিয় ৬:১০-১৮	সাধু যোহন ৬:৩৫-৪৬

সুসমাচারের মূল বিষয় : পিতার ইচ্ছানুযায়ী কার্য করিতে প্রেরিত

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই শাস্ত্রাংশে, যীশু আবারও বলেছেন যে তিনি সেই রুটি যেটি স্বর্গ হইতে এসেছেন পিতার ইচ্ছা পালন করতে। তিনি প্রকৃত কে সেই বিষয়ে ইহুদিদেরকে বিভ্রান্তর মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, যীশু ঐশ্বরীক; যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র, জীবনদাতা রুটি,স্বর্গ থেকে প্রেরিত, পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা হল সকলে যেন তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনন্ত জীবন লাভ করে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যীশুর মতো, আমাদের জীবনে পিতার ইচ্ছা পালন করার জন্য আমাদের ইচ্ছাকে সমর্পন করা উচিৎ।

২। অন্যদেরকে যীশুকে দর্শন করতে এবং তাঁকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করুন- এটাই একমাত্র পথ যাহাতে তাহারা অনন্ত জীবন পেতে পারে।

৩। পবিত্র প্রভুভোজের ধর্মানুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে শাশ্বত জীবন বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হয়। প্রভু ভোজে যীশু রুটি এবং দ্রাক্ষারসের মাধ্যমে আমাদের কাছে নিজেকে প্রদান করেন।

৬ জুলাই ২০২৫		পঞ্চাশত্তমীর পর চতুর্থ রবিবার	
৩৬ তম রবিবার			
শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৬৫:৮-১২	প্রেরিত ৬:১-৭	১ করিন্থীয় ১৬:১৪-২২	সাধু লুক ১০:১-১৬

সুসমাচারের মূল বিষয়: শষ্য এবং শ্রমিকদের বাস্তবতা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ৭০ জনকে সুসমাচার প্রচার এবং রোগ নিরাময় করতে পাঠান। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদেরকে প্রায়শ বিপদের মধ্যেও এই মিশন কার্যটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এমনকি যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁহার কার্যে প্রত্যাখান করার বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু বলেছেন যে শষ্য প্রচুর (যার অর্থ হল যে পৃথিবীতে প্রচুর লোক রয়েছে যাদের সুসমাচার শ্রবন এবং সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন) অতএব আমাদের আরও বেশি শ্রমিকের জন্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন যাহাতে তাহারা শষ্য সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত হয়। এই মিশন কার্যে আমরা নেকড়েদের মধ্যে মেষশাবক রূপে গমন করছি।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। স্বতঃফূর্তভাবে, ক্রমাগত এবং নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করুন যাহাতে ঈশ্বর খ্রীষ্টের মিশনকে পরিপূর্ণ করার জন্য আরও অধিক কর্মী নিয়োজিত করেন।

২। আমাদের অবশ্যই নিপীড়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাই আমাদের সুসমাচার প্রচারের সময় প্রখর বুদ্ধিমান হতে হবে।

৩। আসুন আমরা যাহারা ঈশ্বরের শক্তিশালী কার্যগুলি দেখেছি এবং অভিজ্ঞাতা অর্জন করেছি, তাহারা নম্র হই এবং অনুতপ্ত জীবনযাপন করতে মনোনিবেশ করি।

১৩ জুলাই ২০২৫ **পঞ্চাশত্তমীর পর পঞ্চম রবিবার**

৩৭ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৪০:২৭-৩১	প্রেরিত ৯:১০-১৮	২ করিন্থীয় ৫:১৪-২০	সাধু লুক ৯:১০-১৭

সুসমাচারের মূল বিষয়: আমাদের অক্ষমতায় ঈশ্বরের শক্তি (আরও দেখুন সাধু যোহন ৬:৪-১৪)

এই পাঠ্যাংশটি কি?

চারটি সুসমাচারের মধ্যে এই অলৌকিক কার্যটি লিপিবদ্ধ হয়েছে,যীশু মাত্র পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ দিয়ে ৫০০০ লোককে (শিশু ও মহিলা সহ) খাওয়ান; যাহা মানুষের সীমাবদ্ধতার উর্দ্ধে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে প্রদর্শন করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যখন আমাদেরকে কোন অভাবের মুখোমুখি হতে হয় এবং তখন সেটি পূরণ করার মতো আমাদের কোন সম্পদ থাকে না,তখন আমাদের যাহা কিছু রয়েছে সেইগুলি যীশুকে দিন। তাহলে আমাদের প্রয়োজন থেকেও অধিকরূপে ঈশ্বর বহুগুনে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যীশু আমাদের পরীক্ষা করবেন,ঠিক যেমন তিনি তাঁর শিষ্যদের পরীক্ষা করেছিলেন, যাতে তিনি জানতে পারেন যে আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করি কি না।

২। যখন কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হন, উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিবর্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করুন; যে তিনি তাহা পূরণ করবেন।

৩। ঈশ্বর যখন অন্যদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাদের ব্যবহার করেন, তখন তিনি আমাদের প্রয়োজনও পূর্ণ করবেন। মনে রাখবেন, সবাই খেয়ে তৃপ্ত হওয়ার পর ১২ঝুড়ি বা ডালা অবশিষ্ট ছিল।

২০ জুলাই ২০২৫ **পঞ্চাশত্তমীর পর ষষ্ঠ রবিবার**

৩৮ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ১৪:২২-২৭	প্রেরিত ১:১৫-২০	১ করিন্থীয় ৮:১-৬	সাধু মথি ১৫:৩২-৩৯

সুসমাচারের মূল বিষয় : ঈশ্বর আমাদের সমস্ত শারীরিক চাহিদা পূর্ণ করতে সক্ষম

এই পাঠ্যাংশটি কি?

দ্বিতীয়বার জনসাধারণকে খাওয়ানোর সময়, যীশু দেখেছিলেন যে তারা তিন দিন ধরে অভুক্ত ছিলেন, তিনি এক অলৌকিক কার্য করলেন, নারী ও শিশুদের ছাড়া ৪০০০ লোকেদেরকে সাতটি রুটি দিয়ে খাওয়ালেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু আমাদের আধ্যাত্মিক ও শারীরিক চাহিদাগুলি নিয়েও চিন্তিত। শিষ্যরা যখন তাদের সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সেইগুলি যীশুকে দিয়েছিলেন, তখন তাদের সমস্ত চাহিদাগুলো পূর্ণ করার জন্য সেইগুলো যথেষ্ট ছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। প্রার্থনা করুন যেন আমরাও যীশুর মতো একই করুণার চক্ষুতে লোকেদের দেখতে পারবো।

২। আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাদের সম্মুখে যদি খুব স্বল্প বিষয় থাকে, তাহলে নিরুৎসাহিত হবেন না। যীশুকে যাহা কিছু প্রদান করা হবে সেগুলো আমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য বহুগুনাতীত হইবে।

৩। যীশু আমাদের মতো তাঁহার শিষ্যদের মাধ্যমেই আমাদের চর্তুদিকের লোকেদের প্রয়োজন পূরণ করতে চান। আমরা তাঁহার হাত ও পা।

২৭ জুলাই ২০২৫ **পঞ্চাশত্তমীর পর সপ্তম রবিবার**

৩৯ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৫৭:১৫-১৯	প্রেরিত ৪:৩২-৩৭	ইফিষীয় ২:১১-২২	সাধু মার্ক ৩:২০-৩০

সুসমাচারের মূল বিষয় : মন্দ শক্তির উপরে যীশুর কর্তৃত্ব

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু যখন একটি ভূতকে বের করে দিলেন, তখন কেহ কেহ বলে যে তিনি মন্দআত্মার শক্তির দ্বারা সেটি করেছিলেন। যীশু তাদের প্রশ্ন করেন যে, কীভাবে শয়তান তাহার রাজ্যকে নিজে ধ্বংস করতে পারে, এটি বর্ণিত যে, তিনিই সেই সর্বশক্তিমান; যিনি সেই বলবান ব্যক্তি দ্বারা বন্দি ব্যক্তিদেরকে উদ্ধার করতে এসেছেন (সাধু লুক ১১:২১,২২)।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, মন্দ শক্তির আধীনে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে এসেছেন। কিন্তু এই ধরণের উত্তম কার্য করার সময়ও অনেকে তাঁহার শক্তির উৎস এবং তাঁহার উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝেছিল।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমাদের মন্দ শক্তিকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই; যীশু খ্রীষ্ট সেই সমস্ত শক্তির চেয়ে শক্তিশালী।

২। যাহারা শয়তানের হাতে বন্দি তাদের জন্য প্রার্থনা করুন যাহাতে তাহারা যীশুর নামে উদ্ধার পায়।

৩। কেহ যখন ঈশ্বরের কার্যকে ভুল বোঝেন, প্রশ্ন করেন বা বিরোধিতা করেন, তখন নিরুৎসাহিত হবেন না।

৩ আগস্ট ২০২৫ **পঞ্চাশত্তমীর পর অষ্টম রবিবার**

৪০ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৫২:১-৬	গীতসংহিতা ২৩	১ পিতর ২:৪-১০	সাধু যোহন ৬:৪৭-৫৯

সুসমাচারের মূল বিষয় : যীশুর জীবনদানকারী দেহ ও রক্ত

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই শাস্ত্রাংশ যীশুর ঐশ্বরীক প্রভুর ভোজের মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠা করছেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এই পবিত্র প্রভু ভোজে আমরা রহস্যজনকভাবে খ্রীষ্টের মাংস ভোজন করি এবং রক্ত পান করি। যদিও এটি বোঝা কঠিন, রহস্যজনকভাবে যখন রুটি ও দ্রাক্ষারসকে আশীর্বাদ করা হয়, তখন সেইগুলো খ্রীষ্টের পবিত্র দেহে এবং পবিত্র রক্তে পরিণত হয়। এবং যখন আমরা বিশ্বাস দ্বারা এই পবিত্র উপাদানগুলিতে অংশগ্রহণ করি, তখন আমাদের আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্নবীকরণ করে এবং আমাদের অনন্ত জীবন প্রদান করে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। পবিত্র প্রভুর ভোজ হল মন্ডলীর কেন্দ্রবিন্দু, ইনি খ্রীষ্ট যিনি আমাদের সঙ্গে, আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

২। অতএব, আমাদেরকে হালকাভাবে ঐশ্বরীক প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ নয় বা কোন কিছুর জন্য এটিকে পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়।

৩। আসুন আমরা বাইরে যাই এবং যাহারা আধ্যাত্মিকভাবে মারা যাচ্ছে তাদের নিয়ে আসি, যাহাতে তাহারাও যেন যীশুর জীবনদানকারী দেহ এবং রক্তের অংশী হতে পারে।

৬ আগস্ট ২০২৫, বুধবার

আমাদের প্রভুর রূপান্তর পর্ব

শাস্ত্র পাঠ			
দ্বিতীয় বিবরণ ১৬:১৩-১৭	গীতসংহিতা ২৪	১ যোহন ২:২৩-৩:১	সাধু লুক ৯:২৭-৩৬

সুসমাচারের মূল বিষয় : খ্রীষ্টের সাদৃশ্যেই রূপান্তরীত হও

এই পর্বের বিষয়টি কি?

পর্বটি সেই অলৌকিক ঘটনাকে স্মরণ করায়, যেখানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তাঁহার শিষ্যদের কাছে তাঁহার ঐশ্বরত্বকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এটি যীশুর ঐশ্বরীক প্রকৃতিকে এবং তিনি ঈশ্বরের যে, প্রিয় পুত্র ছিলেন তাহা প্রকাশ করেছিলেন। আমরা দেখতে পাই মোশি (যিনি মারা গিয়েছিলেন) যীশুর সহিত বার্তালাপ করিতেছিলেন তাহা প্রকাশ করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে মৃত্যু মানুষের জন্য শেষ পরিণিতি নয়, এবং যে সাধুরা খ্রীষ্টতে প্রয়াত হয়েছেন তারা নিয়মিত ঈশ্বরের সহিত যোগাযোগ করে চলেছেন। রূপান্তর আমাদেরকে থিওসিসের কথা মনে করিয়ে দেয়- ঈশ্বর আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তর করতে আমাদের মধ্যে কার্য করেছেন, এটি মানুষের সহিত ঈশ্বরের একীভূত হওয়ার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান বিশেষ করে পবিত্র প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহনের মাধ্যমে আমাদের প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

২। প্রার্থনা, উপবাস এবং দরিদ্রদের দানের মতো মন্ডলীর অনুশীলনগুলি আমাদের চরিত্রকে পুণনির্মান ও পরিমার্জিত করতে সাহায্য করে।

৩। আমরা আমাদের জীবনের প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে পারি এই আশায় যে, একদিন আমরা ঈশ্বরকে সম্মুখ সম্মুখ্যবর্তীভাবে দেখতে পাব।

১০ আগস্ট ২০২৫	রূপান্তরের পর প্রথম রবিবার

৪১ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:১৩-১৬	গীতসংহিতা ২৭	যাকোব ৪:৭-৫:৬	সাধু মথি ২১:২৮-৩২

সুসমাচারের মূল বিষয়: ঈশ্বরের আজ্ঞার পালনকারী হও

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই দৃষ্টান্তটি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে যাহার দুটি পুত্র ছিল। তিনি উভয়কেই তার দ্রাক্ষা ক্ষেত্রে কার্য করতে বলেন, কিন্তু তাহারা এক রকম উত্তর দিয়ে অন্যভাবে কাজ করেছিল। যীশু এই উদাহরণটি যিহূদীদের প্রধান যাজক এবং প্রাচীনদের ভন্ডামির উদাহরণ দেখানোর জন্য ব্যবহার করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

শুধুমাত্র কিছু বলা যথেষ্ট যুক্তিসিদ্ধ নয়; বরং সঠিক সময়ে সঠিক কার্য করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আরও শিক্ষা লাভ করি যে ঈশ্বর সেই পাপীর নিকটবর্তী যাহার দয়ার প্রয়োজন রয়েছে; সেই তুলনায় আধ্যাত্মিকভাবে গর্বিত যারা সব সঠিক কথা বলেন, কিন্তু সেই অনুসারে কার্য করতে ব্যর্থ হন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আসুন আমরা আত্ম- ধার্মিক এবং গর্বিত না হই কিন্তু সেই পাপীদের মতো হই যাহারা অনুতাপ এবং করুণার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে (সাধু লুক ১৮:১৩)।

২। হৃদয়ে এবং আচরণে নম্র থাকার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করুন (১ পিতর ৫:৫খ)।

৩। আসুন আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারী হই, কারণ শুধুমাত্র তারাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে (সাধু মথি ৭:২১)।

১৫ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার

থিওটোকোসের তিরোধান পর্ব (শুনোয়ো)

শাস্ত্র পাঠ			
যাত্রাপুস্তক ৩:১-৬, ১৯:১৬-২৩	যিহিষ্কেল ৪৪:১-৩	ইব্রীয় ২:১৪- ১৮; ৯:৩-১২	সাধু লুক ১১:২২-২৮

সুসমাচারের মূল বিষয়: মৃত্যু হল স্বর্গের একটি প্রবেশ পথ মাত্র

এই পর্বের বিষয়টি কি?

এই পর্বটি ঈশ্বরের মাতা মরিয়মের 'নিদ্রা যাপন' কে উদ্‌যাপন করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

এটি একটি স্মারণীয় পর্ব, যে মন্ডলী কতখানি মাতা মরিয়ম, ঈশ্বরের মাতাকে ভালোবাসতো এবং সম্মান করত। আমরা শিক্ষালাভ করি যে, মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই; সেই কারণে যাহারা খ্রীষ্টে মৃত্যু বরণ করে তাদের জন্য মৃত্যু একটি আনন্দদায়ক ঘটনা। আমাদের প্রয়াতদের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়; কিন্তু তাদের স্মরণকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমরা মাতা মরিয়মকে শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি- সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু তার চিত্রকে শ্রদ্ধা করি, ঠিক যেমন মন্ডলী সর্বদা করিয়া আসিতেছে।

২। আমাদের ঐশ্বরীক লিটার্জিতে এবং বিশেষ দিনে আমাদের থেকে প্রয়াত সাধুদের স্মরণ করে আমরা তাদের স্মৃতিকে জীবিত রাখি।

৩। যাহারা প্রয়াত হয়েছেন, যেমন মাতা মরিয়ম এবং আমাদের প্রিয় প্রয়াত মেট্রোপলিটান, এ্যাথনাসিয়াস ইওহান এখন যীশুর সহিত রয়েছেন এবং তাহারা আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

- যখন আমরা সাধু মরিয়মকে থিওটোকাস হিসাবে শ্রদ্ধা করি - যার অর্থ হল ঈশ্বর-ধারক, আমরা নিশ্চিত করছি যে যীশুর দেবত্ব এবং মানবত্ব পৃথক নয়। বরং একজন ব্যক্তি, যাহার দুটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে: ঐশ্বরীক এবং মানব। যীশু ছিলেন ঈশ্বর মানব।

১৭ আগস্ট ২০২৫	**ডরমিশনের পর প্রথম রবিবার**
৪২ তম রবিবার	

শাস্ত্র পাঠ			
১ শমূয়েল ৮:৪-১৯	গীতসংহিতা ৩৪:১৫-২২	ইফিষীয় ৬:১০-১৭	সাধু লুক ৬:৩৯-৪৫

সুসমাচারের মূল বিষয় : অন্যের বিচার করিও না, কিন্তু দয়ালু হও

এই পাঠ্যাংশটি কি?

আমাদের কেন অন্যদের বিচার করা উচিৎ নয়, বরং নিজেদের বিচার করা উচিৎ সে সম্পর্কে যীশু একটি দৃষ্টান্ত বলেছেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা অন্যদের বিচার করতে শিক্ষা পাইনি, কারণ একই পরিমাপে আমরা বিচারিত হইব; যদি আমরা অন্যদের বিচার করি (সাধু মথি ৭:১)। আমরা আরও শিক্ষালাভ করেছি যে আমাদের ক্ষমা করা এবং দয়াবান হওয়া উচিৎ।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যখন আমরা অন্যের বিচার করতে প্রলুব্ধ হই, তখন আমাদের সংযত হওয়া উচিৎ এবং অনুতাপ করা উচিত; কারণ আমরা অন্যদের মধ্যে যে জিনিসগুলি নির্দেশ করি সেগুলির জন্য আমরা দায়ী।

২। অন্যদের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে আমাদের উদার হওয়া উচিত কারণ ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন।

৩। সর্বদা ‘যীশুর প্রার্থনা’ করুন; প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আমি একজন পাপী, আমার প্রতি দয়া কর।

২৪ আগস্ট ২০২৫ **ডরমিশনের পর দ্বিতীয় রবিবার**

৪৩ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
আদিপুস্তক ৬:৩-১২	গীতসংহিতা ১২:১-৭	১থিষলনীকীয় ৫:১-১১	সাধু লুক ১১:৯-২০

সুসমাচারের মূল বিষয় : অবিরত প্রার্থনা কর

এই পাঠ্যাংশটি কি?

প্রার্থনা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে গিয়ে, যীশু বলেছেন যে ঈশ্বর আমাদের অবিরত প্রার্থনার জন্য উত্তর দেবেন যাহা ভালো কার্যের নিমিত্ত যাঞ্চা করা হয়েছে। যীশু যখন একজন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করেন, তখন অনেকেই আশ্চর্য হয়ে যায়, তখন কেহ কেহ যীশুকে পরীক্ষা করে এবং অলৌকিক কার্য করার জন্য শয়তানিক শক্তি ব্যবহার করেছে বলে তাঁহাকে অভিযুক্ত করে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এমন কিছুর জন্য আমাদের প্রার্থনা করা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। যাহারা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করে, তাদের দাবি করা প্রার্থনার উত্তর কখনই দেওয়া হয় না (পদ ১৬) এবং যীশু ভূতদের তাড়িয়ে দেন কারণ তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আমাদের কখনই নিরুৎসাহিত হওয়া উচিৎ নয় এবং ভাল জিনিসের জন্য প্রার্থনা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়। অবিরত প্রার্থনা করুন।

২। তাঁহাকে পরিক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের নিকট থেকে চিহ্ন চাওয়া এড়িয়ে চলুন; বরং তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখুন।

৩। এমনকি যখন যীশুর নামে লোকেদের সাথে ভালো কিছু ঘটে, তখনও বিরোধিতা থাকবে।

৩১ আগস্ট ২০২৫ **ডরমিশনের পর তৃতীয় রবিবার**

৪৪ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিহিষ্কেল ১৮:২১-২৪	গীতসংহিতা ১৪৬	২ করিন্থীয় ১০:১-৭	সাধু মথি ১৭:২২-২৭

সুসমাচারের মূল বিষয় : আমাদের কর্তব্য পালন করা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু তাঁহার দুঃখভোগ এবং তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এছাড়াও তিনি একটি অলৌকিক কার্য করেন যাহাতে তিনি এবং সাধু পিতর উভয়ই আবশ্যিক মন্দির কর দিতে পারেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা জানি যে যীশু স্বেচ্ছায় ক্রুশে গিয়েছিলেন। কেহ তাঁহাকে জোর করেনি; তিনি এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। যীশু নাগরীক দায়িত্ব এবং আইনের প্রতি অনুগত থাকার মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় অপরাধ এড়াতে চেয়েছিলেন এবং তাই আবশ্যিক কর প্রদান করেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যীশু আমাদের প্রয়োজন ও আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই বিষয়ে অবগত হওয়া আমাদের জন্য খুবই স্বস্তিদায়ক।

২। যীশু আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের শুধুমাত্র তাঁহার উপর আস্থা রাখতে হবে এবং প্রতিটি চিন্তাকে খ্রীষ্টের বশীভূত করতে হবে।

৩। আমাদের অযথা লোকেদের বিরক্ত করা উচিৎ নয়, যদিও আমাদের তাহা করার অধিকার থাকতে পারে।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ **ডরমিশনের পর চতুর্থ রবিবার**

৪৫ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যাত্রাপুস্তক ৩:১-৬; ১১-১৪	গীতসংহিতা ৩৭:১-১১	১ করিন্থীয় ৩:১৬-২৩	সাধু মথি ৫:৩৮-৪৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : সিদ্ধতায় পথ চলা

এই পাঠ্যাংশটি কি?

আমাদের যে নীতিগুলি মেনে চলা উচিৎ, সেইগুলির সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু অন্যদের, এমনকি যারা আমাদের প্রতি নির্দয় বা প্রেমহীন, তাদেরও ভালোবাসার গুরুত্বের উপর জোর দেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষালাভ করি যে, আমাদের মন্দের প্রতি মন্দের পরিবর্তে প্রেম ও দয়ায় ব্যবহার করা উচিৎ। সেটি করার মাধ্যমে আমরা পিতাকে অনুকরণ করি এবং পুর্ণাঙ্গ রূপে বৃদ্ধি পাই।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আত্মা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রার্থনা করুন; যাহাতে কেহ যখন আপনাকে বাক্যে বা কার্যে আঘাত করে তখন আপনি কুটক্তি বা হিংস্রতার সহিত প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না।

২। আন্তরীকভাবে প্রার্থনা করুন যেন, যাহারা আপনার বিরোধিতা করে ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদ করেন।

৩। দান করা, প্রার্থনা করা, এবং উপবাস করার মতো আধ্যাত্মিক অনুশাসনগুলো অনুশীলন করার মাধ্যমে (সাধু মথি ৬:১-১৮) আমাদেরকে আরও অধিকরূপে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার সদৃশ্য হতে সাহায্য করবে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার

থিওটোকসের জন্মকালের পর্ব

শাস্ত্র পাঠ			
আদিপুস্তক ২৮:১০-১৭	যিহিস্কেল ৪৩:২৭-৪৪:৪	ফিলিপীয় ২:৫-১১	সাধু লুক ১:৩৯-৪৯, ৫৬, ১১:২৭-২৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : মাতা মরিয়ম হলেন আদর্শ উদাহরণ

এই পর্বটি কি?

পবিত্র মন্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে আমাদের কাছে প্রেরিত হইয়াছে যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাতা সাধু মরিয়মের জন্ম উদ্‌যাপন করা।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা জানতে পারি যে, কীভাবে ঈশ্বরের এক ধর্মপ্রাণ ও বৃদ্ধ দম্পত্তির প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন এবং কীভাবে এই দম্পতি তাদের প্রতিশ্রুত সন্তান মরিয়মকে প্রভুর কাছে উপহার রূপে উৎস্বর্গ করেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। মাতা মরিয়মের পিতামাতার মতো, আমাদের সন্তানদের, ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, ঈশ্বর এবং তাঁর পবিত্র মন্ডলীর সেবা করণার্থে অর্পণ করা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সুযোগ।

২। মাতা মরিয়মের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলি অনুসরণ করার বিষয়ে আমাদের কাছে একটি দুর্দান্ত উদাহরণ রয়েছে, যিনি আমাদের মতো একজন মানুষ ছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আনুগত্য হওয়াকে মনোনীত করেছিলেন।

৩। আমাদের জীবিত ঈশ্বরের 'মন্দির' হতে হবে; ঠিক মাতা মরিয়মের মতো এবং সবাইকে খ্রীষ্টের দিকে নির্দেশ করতে হবে।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ **৪৬ তম রবিবার**
পবিত্র ক্রুশের পর্ব

শাস্ত্র পাঠ			
গণনাপুস্তক ২১:৪- ৯	গীতসংহিতা ৯৮:১-৫	গালাতীয় ২:১৭-৩:১৪	সাধু লুক ২১:৫-২৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : ক্রুশের বিজয়

এই পর্বটি কি?

এই পর্বটি প্রকৃত ক্রুশ - প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধকরণে ব্যবহৃত ক্রুশের সন্ধানের ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করায়।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা জানতে পারি যে ৪র্থ শতাব্দীতে সাধু হেলেনাকে প্রকৃত ক্রুশটিকে অনুসন্ধান করতে পরিচালিত করা হয়েছিল এবং এর অলৌকিক নিশ্চিতকরণ, প্রকৃত ক্রুশ এবং কীভাবে তার পুত্র সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন পরে সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। ক্রুশ হল আমাদের বিশ্বাসের প্রাথমিক প্রতীক চিহ্ন; আমরা নিজেদেরকে ক্রুশের সাথে চিহ্নিত করি, আমাদের বেদিতে (বাড়ি এবং মন্ডলী) আমরা ক্রুশ রাখি। আবার এমনকি সেগুলি পরিধানও করি।

২। ক্রুশ সমস্ত মন্দের উপর ঈশ্বরের বিজয়ের চিহ্ন হওয়ায়, আমরা এই পর্বের সময় জগতের চর্তুরকোণে ক্রুশ উত্তোলন করি।

৩। ক্রুশ আমাদেরকে খ্রীষ্টের আহ্বানকে স্মরণ করায় যেন আমরা নিজেদের ক্রুশকে তুলে তাঁহাকে অনুসরণ করি।

২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫	**পবিত্র ক্রুশের পর্বের পর প্রথম রবিবার**

৪৭ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ১:১০-২০	গীতসংহিতা ৩৪	১করিন্থীয় ২:১০-১৬	সাধু মার্ক ১৩:২৮-৩৭

সুসমাচারের মূল বিষয় : সতর্ক থাক এবং প্রস্তুত হও

এই পাঠ্যাংশটি কি?

খ্রীষ্ট নিশ্চই ফিরে আসবেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনের আকস্মিকতার অর্থ হল আমাদের সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

কখনও-কখনও, তাঁর আগমনের বিলম্বের কারণে আমরা পার্থিব বিষয়গুলি লাভ করার জন্য বিভ্রান্ত হতে পারি (সাধু মথি ১৩:৩৮,৩৯) এবং অপ্রস্তুত ধরা পড়তে পারি (দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত) আমাদের জীবনে অলসতা ও আত্মতুষ্টি থাকতে দেওয়া উচিৎ নয়; বরং তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁহার কার্যে বিশ্বস্ত ও আন্তরীক হওয়া উচিত।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। যারা বলে যীশু একটি নির্দিষ্ট তারিখে ফিরে আসছেন তাদের দ্বারা কখনও প্রতারিত হবেন না! তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় কেহ জানে না এবং আমাদেরও তাহা জানতে পশ্চ্যাত ধাবন করা উচিৎ নয়।

২। নিশ্চিত থাকুন যে, খ্রীষ্ট আমাদেরকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে আসবেন; ঠিক যেমনটি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৩। তিনি যখন আসবেন, তখন আমাদিগকে বিশ্বস্তভাবে তাঁহার পাওয়া উচিৎ; তাই, আসুন খ্রীষ্ট আমাদের যাহা করতে দিয়েছেন আমরা তাহা করতে থাকি।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫	পবিত্র ক্রুশের পর্বের পর দ্বিতীয় রবিবার

৪৮ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
১রাজাবলি ৩:৫-৯	গীতসংহিতা ১৯:৭-১৪	১করিন্থীয় ২:১৪- ৩:৯	সাধু মথি ১৬:৫-১২

সুসমাচারের মূল বিষয় : ভ্রান্ত শিক্ষা ও শিক্ষকদের থেকে সতর্ক থাকুন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এখানে যীশু তাঁহার শিষ্যদের ভন্ড ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষার দ্বারা ভুলভাবে প্রভাবিত হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করেন।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

যদিও শিষ্যরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন, তবুও বিশ্বাসের অভাবের কারণে তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিল, তাই তারা আধ্যাত্মিক সত্যগুলি বুঝতে পারেনি। আমরা এও শিক্ষালাভ করি যে, যেমন একটি সামান্য খামি প্রচুর ময়দার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমস্ত ময়দার তালকে খামি দ্বারা পূর্ণ করতে পারে, তেমনি মিথ্যা শিক্ষা দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং মানুষের জীবনকে ধ্বংস করতে পারে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি তাঁহার সত্যকে বোঝার জন্য আমাদের বিচক্ষণতা এবং আলোকিত হৃদয় প্রদান করেন।

২। প্রাথমিক মন্ডলীর ফাদাররা আমাদের যে সঠিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তাহা ধরে রাখুন যাতে আমরা পথভ্রষ্ট না হই।

৩। ভ্রান্ত শিক্ষক ও তাদের উপদেশ গ্রহণ করিও না, তাহারা তোমাদিগকে বিনাশ করিবে (২ তীমথিয়২:১৭)।

৫ অক্টোবর ২০২৫		পবিত্র ক্রুশের পর্বের পর পর তৃতীয় রবিবার এস.ও. সি রবিবার -বিশেষ দান	
	৪৯ তম রবিবার		
শাস্ত্র পাঠ			
হিতোপদেশ ১:২-৯	গীতসংহিতা ৮	রোমীয় ৮:১-১১	সাধু মার্ক ২:২৩-২৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : দয়ালুতাকে বিধিবদ্ধতার উপর বিজয় পাওয়া প্রয়োজন

এই পাঠ্যাংশটি কি? (পাঠ করুন সাধু মথি ১২:১-১৪) ও সাধু লুক ৬:১-১১)
ফরীশীরা, যাহারা নিজেদের ধার্মীয় বিধান পালনে কঠোর ছিলেন, যীশুর মধ্যে দোষ খুঁজতে লাগলেন, কারণ তাঁর শিষ্যরা বিশ্রামবারে 'ব্যবস্থার নিয়ম ভগ্ন করেছিল' স্বয়ং ব্যবস্থা প্রদানকারী যীশু তাদেরকে স্মরণ করান যে ঈশ্বর বলিদান (ধার্মীয় রীতিনীতি) নয় বরং দয়া চান (সাধু মথি ১২:৭)।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?
ঈশ্বরের ব্যবস্থাগুলি লোকেদের নিন্দা করার জন্য ব্যবহার করা উচিৎ নয়; আর সেগুলি অন্যের প্রয়োজনের প্রতি আমাদের সংবেদনশীল করে তোলাও উচিৎ নয়। 'দয়া' পাওয়ার জন্য ভাল কার্য করা এবং অন্যের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হওয়াকে, অবশ্যই ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পূরণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। মানুষের প্রতি দয়া করুন; তাদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল হোন এবং তাদের বিচার করতে ধীর হন।
২। ধর্মীয় নিয়মগুলি আমাদের অন্ধ বা অন্যের প্রতি অনুভূতিহীন হতে দেবেন না।
৩। যীশুর উদাহরণকে অনুসরণ করুন, আত্মধার্মিক ফরীশীদের নয়।

১২ অক্টোবর ২০২৫			পবিত্র ক্রুশের পর্বের পর চতুর্থ রবিবার
		৫০ তম রবিবার	
শাস্ত্র পাঠ			
১ রাজাবলি ৮:২২-৩০	গীতসংহিতা ৪২	১ করিন্থীয় ১:২১-২৯	সাধু লুক ১৬:৯-১৮

সুসমাচারের মূল বিষয় : অর্থের প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন

এই পাঠ্যাংশটি কি?

এই পাঠ্যাংশে বিশ্বস্ত থাকার কথা বলা হয়েছে; বিশেষ করে আমাদের অর্থের (বস্তুগত সম্পদ,সম্পদ ইত্যাদি) ব্যাপারে। অর্থের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ এবং কীভাবে তা আমাদের জীবনে প্রকৃত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষালাভ করি যে, অর্থ নিজে থেকে মন্দ না হলেও, অর্থ (আমাদের বা অন্যদের) পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বস্ততা আমাদের আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। দশমাংশ, উপহার, দান এবং ঈশ্বরের কার্যের জন্য দান করার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের যে অর্থ ও সম্পদ দিয়েছেন সেটির প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন।

২। শুধুমাত্র অর্থের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে কখনই অর্থের দাস হবেন না।

৩। অনন্তকালের জন্য বন্ধু তৈরী করার নিমিত্ত অর্থ ব্যবহার করুন।

১৯ অক্টোবর ২০২৫	**পবিত্র ক্রুশের পর্বের পর পঞ্চম রবিবার**

৫১ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
লেবীয়পুস্তক ২:১-৩	গীতসংহিতা ৪৬	১ তীমথিয় ৬:১৩-২১	সাধু মথি ২৩:১-১২

সুসমাচারের মূল বিষয় : অবনতকে উচ্চ করা হইবে

এই পাঠ্যাংশটি কি?

যীশু বললেন, কীভাবে কেহ কেহ তাদের আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে এবং কীভাবে আমরা তাঁহার শিষ্যরূপে তাদের থেকে পৃথক হওয়া উচিৎ।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

আমরা শিক্ষালাভ করি যে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টি থেকে অব্যাহিত পেতে পারি না এবং আমাদের সমস্ত উদ্দেশ্য ঈশ্বরের নিকটে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। তাই, আমরা যখন নিজেদের উচ্চকৃত করি, তখন সেই বিষয়টি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে না। যাহা ঈশ্বরকে খুশি করে তাহা হল নম্রতা এবং দাসসুলভ - হৃদয়।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। শুধুমাত্র অন্যকে দেখানোর জন্য আমাদেরকে কখনই এমন কিছু করা উচিৎ নয়।
২। ঈশ্বর আমাদের উপর যে কর্তৃত্ব নিযুক্ত করেছেন, 'তাদের কথা মেনে চলা উচিৎ'।
৩। নম্র ও দাসসুলভ হওয়ার জন্য সংগ্রাম করুন।

- এই শব্দগুলি যেমন ভন্ড নেতা,ফাদার, এবং শিক্ষক ব্যবহার করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞারূপে যীশুর সতর্ক বার্তাকে ভুল বুঝবেন না। মন্ডলীর সূচনা হইতে ঈশ্বর -প্রদত্ত কর্তৃত্বকারীদের - বিশপ এবং ফাদারদের বলা হতো।

২৬ অক্টোবর ২০২৫	পবিত্র ক্রুশের পর্বের পর ষষ্ঠ রবিবার

৫২ তম রবিবার

শাস্ত্র পাঠ			
যিশাইয় ৪৩:১৬-২৫	গীতসংহিতা ৮৪	১করিন্থীয় ৫:৬-১৩	সাধু লুক ১৮:১৮-২৭

সুসমাচারের মূল বিষয় : সর্বোপরি ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দেওয়া

এই পাঠ্যাংশটি কি?

একজন ধনী,যুবক,ধার্মিক শাসনকর্তা এবং যিনি আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে চান, তার সহিত যীশুর মধ্যে কথোপকথন চলাকালীন, যীশু তাকে বুঝতে সাহায্য করেন যে ঈশ্বরের রাজ্যে তার প্রবেশের পথে কি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিষয়টি থেকে আমরা কি শিক্ষালাভ করতে পারি?

ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা ধন সম্পদের প্রতি এতটাই আসক্ত হতে পারি যে, সেগুলো আমাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারে।

আমরা কিভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারি?

১। আজ্ঞাপালনই যথেষ্ট নয় কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে সঙ্কল্পিত হতে হবে।

২। সম্পদ,সম্পত্তি,পরিবার ,সম্মান,সমাজ,শিক্ষা এবং এই সমস্ত কিছুকে অবশ্যই ঈশ্বরের পরে দ্বিতীয় স্থান দিতে হবে।

৩। যদি এমন কিছু থাকে যাহা আমাদেরকে খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে বাধা দেয়, তাহলে প্রার্থনা করুন যে ঈশ্বর সেই আসক্তিকে কাটিয়ে উঠতে আমাদের সাহায্য করবেন। ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।

বিলিভার্স ইষ্টার্ণ চার্চ পঞ্জিকা - ২০২৪-২০২৫

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
৩ নভেম্বর ২০২৪, রবিবার	মন্ডলীর পবিত্রকরণ (কুধোষ ইথো)	মন্ডলীর পবিত্রকরণ, এটি হল চার্চ পঞ্জিকার সূচনার দিন।
১০ই নভেম্বর ২০২৪, রবিবার	মন্ডলীর উৎসর্গীকরণ (হুদোশ ইথো)	মন্ডলীর উৎসর্গ করণ রবিবার/ মন্ডলীর নবীনিকরণ।
১৭ই নভেম্বর ২০২৪, রবিবার	সখরিয়র নিকটে ঘোষণা (সুভোরেব দাজসরিও)	এই রবিবারটি প্রধানদূত গাব্রিয়েল দ্বারা সখরিয়কে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মের বিষয়ে ঘোষণা করার দিনরূপে পালন করা হয়েছিল।
২১ নভেম্বর ২০২৪, বৃহস্পতিবার	**থিওটোকোসের (প্রভুর মাতা) প্রবেশের উৎসব**	যখন একটি ছোট কন্যারূপে কুমারী মরিয়ম যীরূশালেম মন্দিরে প্রবেশ করেন; সেই দিনটিকে স্মরণ করে এই পর্বটি পালন করা হয়।
২৪ নভেম্বর ২০২৪, রবিবার	থিওটোকোসের প্রতি ঘোষণা পর্ব। *(সুবরেবো ডাবথালটো)*	প্রধানদূত গাব্রিয়েল কুমারী মরিয়মের নিকট ঘোষণা করলেন যে; তিনি যীশু খ্রীষ্টের মাতা হবেন।
১লা ডিসেম্বর ২০২৪, রবিবার	জন্মকালের উপবাস পর্ব (২৫ দিন উপবাস)	প্রভু যীশুর জন্মের প্রস্তুতির জন্য এই উপবাসের কাল।
১লা ডিসেম্বর ২০২৪, রবিবার	এলিজাবেথের নিকট সাধ্বী মরিয়মের পরিদর্শন। (মেসাল্টো)	এই দিনটিকে এলিজাবেথের নিকট সাধ্বী মরিয়মের পরিদর্শন দিনরূপে পালন করা হয়।
৮ ডিসেম্বর ২০২৪, রবিবার	বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্ম। *(মাওলোদেব - ডি-উবাবন মমদোনো)*	এই দিনটি বাপ্তিস্মদাতা যোহনের জন্মদিন রূপে পালন করা হয়।

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
১৫ ডিসেম্বর ২০২৪, রবিবার	সাধু যোষেফের নিকটে ঘোষণা	প্রধানদূত গ্রাব্রিয়েল দ্বারা সাধু যোষেফের নিকটে যীশুর জন্মের বিষয় ঘোষণা।
১৮ ডিসেম্বর ২০২৪, বুধবার	সেন্ট থোমাস দিবস (দুখরোনো)	সাধু থোমার শহীদত্বকে স্মরণ করার দিন।
২৫ ডিসেম্বর ২০২৪, বুধবার	**প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্ম পর্ব — ক্রিসমাস** ***(এলদো)***	আমাদের প্রভুর জন্ম দিন / প্রভুর দেহে আবির্ভাব।
১লা জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার	আমাদের প্রভুর ত্বকচ্ছেদ পর্ব	যিহূদী রীতি অনুসারে আমাদের প্রভুর ত্বকচ্ছেদ এবং যীশুর নাম প্রাপ্তি হওয়ার পর্বরূপে পালন করা হয়।
৬ জানুয়ারী ২০২৫, সোমবার	আমাদের প্রভুর থিওফ্যানি পর্ব (দেনহো)	এই পর্বটি সাধু যোহন বাপ্তিস্মদাতার দ্বারা যর্দন নদীতে যীশুর বাপ্তিস্মকে স্মরণ করা হয়।
৭ জানুয়ারী ২০২৫, মঙ্গলবার	সাধু বাপ্তিস্মদাতা যোহনের দিবস।	এই পর্বটিতে সাধু যোহনের মস্তক শ্ছেদনকে স্মরণ করা হয়।
৮ জানুয়ারী ২০২৫, বুধবার	সাধু স্তীফানের দিবস।	এই দিনটি সাধু স্তীফান যিনি ডিকনদের প্রধান ছিলেন এবং শহীদদের মধ্যে প্রথম ছিলেন তার শহীদত্বকে স্মরণ করায়।
১৮ জানুয়ারী ২০২৫, শনিবার	আলেকজান্দ্রিয়ার কুলপতি মহতি সাধু এ্যাথনেসিয়াসের পর্ব	এই পর্বটি সাধু এ্যাথনেসিয়াস দি গ্রেট যিনি চতুর্থ শতাব্দীর আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিষ্ঠাতা যাহাকে মন্ডলীর মহান চিকিৎসক বলেও মনে করা হয় এবং তাকে অর্থডক্স পিতা বলেও বিবেচনা করা হয়;তাঁহার স্মরণ দিবস।

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
২রা ফেব্রুয়ারী ২০২৫, রবিবার	যীশুর উপস্থাপন পর্ব *(মায়ালথো)*	শিশু যীশুকে পবিত্র মন্দিরে উপস্থাপন করার দিনরূপে এই দিনটিকে পালন করা হয়।
১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, সোমবার	নিনবীয় লেন্ট / তিন দিন উপবাস পর্বের আরম্ভ	এই উপবাস পালনের মাধ্যমে প্রাচীন সময় থেকে নিনবীয় লোকেদের দৃষ্টান্তকে অনুশীলন করা হয়, যাহারা যোনা ভাববাদীর দ্বারা ঈশ্বরের সতর্কবাণী শ্রবণ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের দয়া পাওয়ার জন্য সকল লোকেদের কাছে উপবাসের ঘোষণা করেছিলেন।
১৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, রবিবার	সকল প্রয়াত যাজকদের দিবস *(কোহনে রবিবার)*	পবিত্র মন্ডলীর সকল প্রয়াত যাজকদের প্রকৃত বিশ্বাস এবং পরিচর্যাকে স্মরণ করার দিবস।
২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৫, রবিবার	সকল প্রয়াত বিশ্বাসীর দিবস *(অনীদি রবিবার)*	পবিত্র মন্ডলীর সকল প্রয়াত বিশ্বাসীদের স্মরণ করার দিবস।
২রা মার্চ ২০২৫, রবিবার	মহালেন্ট পর্বের প্রথম রবিবার/ মহালেন্টের পেথুরথা, *(কোথিনে রবিবার)*	প্রভু যীশুর দ্বারা কান্না নগরে প্রথম আশচর্য কার্য করার দিবসকে স্মরণ করার মাধ্যমে মহালেন্ট পর্ব আরম্ভ হয়। (পেথুরথা- ফিরে আসা স্থগিত রাখা)
৩রা মার্চ ২০২৫, সোমবার	মহালেন্ট পর্বের প্রথম সোমবার	মহালেন্ট পর্বের প্রথম সোমবার পুনর্মিলনের আরাধনা করা হয় বিশ্বস্তদের মহালেন্টের মধ্যে প্রবেশ করার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে।

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
৯ মার্চ ২০২৫, রবিবার	মহালেন্ট পর্বের দ্বিতীয় রবিবার	কুষ্ঠ রোগীর আশ্চর্যভাবে সুস্থতা পাওয়ার দিনটিকে স্মরণ করা।
১৬ মার্চ ২০২৫, রবিবার	মহালেন্ট পর্বের তৃতীয় রবিবার *(মাহারিও রবিবার)*	এই দিবসটি পক্ষাঘাতির সুস্থতাকে স্মরণ করার দিন।
২৩ মার্চ ২০২৫, রবিবার	মহালেন্ট পর্বের চতুর্থ রবিবার *(কণাইতো রবিবার)*	এই দিবসটি কণাণীয় স্ত্রীর; মেয়ের সুস্থতাকে স্মরণ করার দিন।
২৫ মার্চ ২০২৫, মঙ্গলবার	**থিওটোকোসের নিকটে ঘোষণার পর্ব** ***(সুবোরে)***	প্রধানদূত গাব্রিয়েল দ্বারা কুমারী মরিয়মের নিকট আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহ ধারণ করার ঘোষণার দিবস রূপে স্মরণ করা হয়।
৬ এপ্রিল ২০২৫, রবিবার	মহালেন্ট পর্বের ষষ্ঠ রবিবার *(সেমোয়ো রবিবার)*	অন্ধব্যক্তির সুস্থতার দিনকে স্মরণ করার হয়।
১৩ এপ্রিল ২০২৫, রবিবার	খেজুর পর্বের রবিবার	আমাদের প্রভুর যীরূশালেমে প্রবেশের বিজয় পর্বকে স্মরণ করা।
১৬ এপ্রিল ২০২৫, বুধবার	পবিত্র বুধবার	এই দিনটি প্রধান এবং পবিত্র সপ্তাহের বুধবার যেখানে মন্ডলী দুটি ঘটনা স্মরণ করে- একজন পাপীষ্ঠা স্ত্রী কর্তৃক সুগন্ধী তৈল দিয়ে খ্রীষ্টের অভিষেক ও প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য যিহূদী কর্তৃপক্ষের কাছে যিহূদার চুক্তি। এই দিনের সন্ধ্যাকালে পবিত্র তৈলাভিষেকের সংস্কার সাধারণ বিশ্বস্তদের প্রতি পরিচালনা করা হয়,

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
১৭ এপ্রিল ২০২৫, বৃহস্পতিবার	পবিত্র বৃহস্পতিবার	এটি পবিত্র সপ্তাহের বৃহস্পতিবার, যেদিন মন্ডলী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নিগুঢ়তত্ত্বের ভোজকে স্মরণ করে, যাহার মধ্যে তিনি ঐশ্বরীক সংস্কার প্রভু-ভোজকে স্থাপিত করেন। যাহা তাঁহার স্মরণার্থে সর্বদা পালন করা হয়।
১৮ এপ্রিল ২০২৫, শুক্রবার	পবিত্র শুক্রবার *(হাশো)*	প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশারোহনকে স্মরণ করার দিন।
১৯ এপ্রিল ২০২৫, শনিবার	পবিত্র শনিবার	এটি হল পবিত্র সপ্তাহের অন্তিম দিন এবং লেন্ট পর্বের শেষ সময়, মন্ডলী এই দিনটি পালন করে,সেই দিন যেন খ্রীষ্টের নশ্বর দেহ কবরে শায়িত। আত্মা নরকের পাতালে গেলেন নরকবাসীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে গিয়েছিলেন ভেবে পালন করা।
২০ এপ্রিল ২০২৫, রবিবার	**মহোৎসবের পর্ব ইষ্টার রবিবার (কাইমোথো)**	ইষ্টার:আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতার জীবনদায়ী পুনরুত্থানের পর্বকে স্মরণ করার জন্য পালন করা হয়।
২৭ এপ্রিল ২০২৫, রবিবার	নতুন রবিবার	ইষ্টারের পর প্রথম রবিবার এই দিনটিকে মন্ডলী শিষ্য সাধু থোমা ও অন্যান্য শিষ্যদের নিকটে খ্রীষ্টের উপস্থিতির দিবস রূপে স্মরণ করে। যেখানে তিনি তাহাদেরকে তাঁহার হাতের ক্ষতকে দেখান; যেকারণে সাধু থোমার সন্দেহ দূর হয়।

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
৮ মে ২০২৫, বৃহস্পতিবার	এ্যাথনেসিয়াস ইওহান প্রথম মেট্রোপলিটান স্মরণ দিবস	স্মরণ দিবস : বিশ্রামকারী এ্যাথনেসিয়াস ইওহান প্রথম মেট্রোপলিটানের ধন্য স্মৃতি স্মরণ দিবস।
২৯ মে ২০২৫, বৃহস্পতিবার	**আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহনের পর্ব** ***(সুলোকা)***	যীশুর পুনরুত্থানের ৪০ দিন পরে তাঁহার স্বর্গারোহনকে স্মরণ করার দিবস রূপে এই দিনটি পালন করা হয়।
৮ জুন ২০২৫, রবিবার	পঞ্চাশত্তমীর পর্ব	পঞ্চাশত্তমীর দিবসে, প্রেরিতবর্গের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণকে স্মরণ করার দিবস, যাহার ফলস্বরূপ মন্ডলী স্থাপিত হয়।
১৬ জুন ২০২৫, সোমবার	প্রেরিতদের লেন্ট পর্বের সূচনা	১৬ই জুন হইতে ২৯ জুন পর্যন্ত এই উপবাসটি শুরু হয়। প্রেরিতদের পদচিহ্নকে অনুসরণ করার জন্য এই উপবাসটি উদ্‌যাপিত। (ইব্রীয় ১৩:৭) যাহা সাধু মথির ৯:১৫ উল্লেখিত যীশুর বাক্যকে পূর্ণ করে।
২৯ জুন ২০২৫, রবিবার	সাধু পিতর ও পৌলের পর্ব	এই দুই মহান সাধুদের স্মরণের সহিত প্রেরিতদের উপবাসের পর্বের সমাপ্তি ঘটে।
৩ জুলাই ২০২৫, বৃহস্পতিবার	সাধু থোমার পর্ব	সাধু থোমার জীবন ও পরিচর্যাকে স্মরণ করা।
৫ জুলাই ২০২৫, শনিবার	৭২ জন সুসমাচার প্রচারকদের পর্ব	সাধু থোমার জীবন ও ৭২ জন শিষ্যের পরিচর্যাকে স্মরণ করা।

দিন/ তারিখ	পর্ব	বিবরণ
১লা আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার	১৫ দিনের ডোরমিশন লেন্টের সূচনা	১-১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই সময়টি হল বিশ্বাসীদের নিজেদের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করার সময়। কারণ প্রভুর মাতার মৃত্যু সকলের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ও বাঞ্ছনীয়।
৬ আগস্ট ২০২৫, বুধবার	**আমাদের প্রভুর রূপান্তরের পর্ব**	এই পর্বটি খ্রীষ্টের তাবোর পর্বতের উপরে রূপান্তরকে স্মরণ করে।
১৫ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার	**প্রভুর মাতা থিওটোকোসের তিরধান পর্ব** *(শুনোয়ো)*	এই পর্বটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শুনয়ো 'মাতার নিদ্রাগত' হইবার দিবসরূপে দিনটিকে স্মরণ করা হয়।
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার	**প্রভুর মাতা থিওটোকাসের জন্মকাল**	এই পর্বটিতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাতার জন্মকালকে স্মরণ করা হয়।
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রবিবার	**পবিত্র ক্রুশের পর্ব**	সম্রাট কনস্টানটাইনের মাতা সাধ্বী হেলেনের দ্বারা আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের, প্রকৃত ক্রুশকে অনুসন্ধানের দিবস রূপে এইদিনটিকে পালন করা হয়।
২৩ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার	প্রেরিত সাধু যাকোবের পর্ব	আমাদের প্রভু যীশুর ভ্রাতা ও যীরূশালেমের প্রথম বিশপ সাধু যাকোবের জীবনকে স্মরণ করে।

বিশেষ দিন

বিশেষ দিন	সপ্তাহ	তারিখ
পিতামাতাদের রবিবার	৩য় রবিবার	১৭ নভেম্বর ২০২৪
মহিলা রবিবার	৫ম রবিবার	১ ডিসেম্বর ২০২৪
শিশু রবিবার	৬ষ্ঠ রবিবার	৮ ডিসেম্বর ২০২৪
যাজকদের রবিবার	১৩ তম রবিবার	২৬ জানুয়ারী ২০২৫
যুব রবিবার	২৬ তম রবিবার	২৭ এপ্রিল ২০২৫
মিশন রবিবার	৩২ তম রবিবার	৮ জুন ২০২৫
সেমিনারী রবিবার	৩৫ তম রবিবার	২৯ জুন ২০২৫
এস. ও. সি রবিবার	৪৯ তম রবিবার	৫ অক্টোবর ২০২৫